বিজন-বিজয়া।

(কাব্য)

শ্রীআশুতোষ দাশ গুপ্ত, মহলানবীশ

প্রণীত।

[illegible] আনা।

উৎকৃষ্ট বাঁধাই ৸০ আনা।

বিজন-বিজয়া।

(কাব্য)

শ্রীআশুতোষ দাশ গুপ্ত, মহলানবীশ
প্রণীত।

শিবপুর, হাওড়া।
কার্ত্তিক, ১৩২১ সাল।

মূল্য ৷৹ আনা।
উৎকৃষ্ট বাঁধান ৸৹ আনা।

হাওড়া, ৫নং তেলকলঘাট রোড, "কর্ম্মযোগ প্রেস" হইতে
শ্রীযুগলকৃষ্ণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।

উপহার।

আমার এ অশ্রুসিক্ত
ত্যক্ত কুসুমের ডালা,
"বিয়োগে" বিদগ্ধ শুষ্ক
দলিত ফুলের মালা,
তাহার পবিত্র করে
দিব আমি উপহার,
যে আমার ভাঙ্গাবীণা
গড়িয়া দিবে আবার।

কানপুর, ১৩১৬।

আশুতোষ।

বিজন-বিজয়া।

আমার স্ত্রী।

১২৯০ সনের ১১ই বৈশাখ বরিশাল জেলার অন্তর্গত সরমহল নামক গ্রামে আমার স্ত্রী ৺ বিজন বাসিনী দেবীর জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম ৺নীলকমল সেন গুপ্ত। আমার বিবাহ—সময়ে আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ী জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের পাঁচটী সন্তানের মধ্যে তখন চারিটী জীবিত ছিলেন; জীবিতদিগের মধ্যে আমার স্ত্রী সর্ব্ব কনিষ্ঠা বলিয়া সকলেরই স্নেহের পাত্রী ছিল। শ্রীযুক্তা তরঙ্গিনী দেবী আমার শ্বশুর মহাশয়ের প্রথম সন্তান। বরিশাল জেলার পোনা-বালিয়া গ্রামের বিখ্যাত জমিদার চৌধুরী বংশে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দ্বিতীয় সন্তান শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার সেন গুপ্ত। তৃতীয় সন্তান শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার সেন গুপ্ত। পঞ্চম সন্তান একটী বালিকা—অকালে তাহার মৃত্যু হয়।

বিজনের বাল্যকালের নাম ছিল "গুণী"। সকলেই তাহাকে "গুণী" বলিয়া ডাকিত। বাল্যকালেই তাহার গুণ সাধারণের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছিল—তাই প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবগণ সকলেই তাহাকে "গুণী" বলিয়া ডাকিত; ও প্রাণের সহিত ভাল-বাসিত। যাহাকে সকলেই ভালবাসে তাহার একটা বিশেষ গুণ আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সাধারণতঃ উদার, সরল, অমায়িক ও পরোপকারী ব্যক্তিরাই সহজে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে।

লোকের চিত্ত আকর্ষণ করার অন্য একটী প্রধান শক্তি লোকের কথায় বাধ্য হওয়া। স্বীকার করি প্রায়শঃই সৌন্দর্য্য থাকিলে সহজে লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারাযায়; কিন্তু, উপরোক্ত শক্তিগুলি সৌন্দর্য্য বিহীনকেও সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়া লোকের চিত্তাপহরণের উপযুক্ত করিতে পারে; পক্ষান্তরে গুণ অভাবে সৌন্দর্য্য প্রায় সর্ব্বত্রেই উপেক্ষার চক্ষে লক্ষিত হইয়া থাকে। সৌভাগ্য ক্রমে বিজন সেই বালিকা বয়সেই সৌন্দর্য্যের সহিত উপরোক্ত গুণগুলির প্রায় সমস্তই অধিকার করিয়াছিল; তাই তাহাকে সকলেই আদর করিত; যে দেখিত সে-ই ভালবাসিত। তাহার প্রতিভা ও বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ ছিল। মৃত্যুর ১৫।১৬ দিন পূর্ব্বে সে তাহার নিজের জীবনী লিখিতে আরম্ভ করে। কয়েক ছত্র লিখিয়া ফেলিয়া রাখিয়া দেয়; তাহার সেই লেখা হইতে কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমার জীবনী।"

আমি যতখানি জানি তাহা বলিতেছি। আমার যখন ৭৮ বছর বয়স তখন আমার মার খুব অসুখ হয়, তখন থেকেই সংসারের কাজ কর্ম্ম আমার উপর পড়ে। * * * * আমার বাবা চাকরী করিতেন বটে, কিন্তু সংসারের অবস্থা তত ভাল ছিলনা। ভাত কাপড়ে তত কষ্ট পাইনি। কিন্তু ইচ্ছামত কাপড় চোপড় কখনও পরিনি। খাওয়াটাও ইচ্ছামত বা আদরভাবে খাইনি। কে আদর করিবে?— মা সর্ব্বদা অসুখে পড়িয়া থাকিতেন। তারপর যখন আমার বয়স ৯।১০ বছর তখন দাদার বিবাহ হয়। বউ * * প্রায়ই তাহার বাপের বাড়ী থাকিত। বউ যখন এখানে থাকিত তখন আমি কাজ-কর্ম্ম একটু কম করিলে বাবা খুব রাগ করিতেন। * * * মা সর্ব্বদা অসুখে পড়িয়া থাকিতেন। তারপর আমার ও একটী ছোট বোন্ ছিল তাহার ভয়ানক

ব্যারাম হইল; বোন্‌টী মরিল, আমি বাঁচিয়া উঠিলাম। আমার অদৃষ্টে দুঃখ বলিয়াই আমি বাঁচিয়া উঠিলাম। ব্যারামের জন্য আমার বিবাহ হইতে দেরী হইল। আমার বিবাহ লইয়া বাপ, মা ও ভাইরা বড়ই কষ্ট পাইয়াছেন। কোথাও আমার সম্বন্ধ ঠিক হয় না। দেশের মধ্যে একটি সম্বন্ধ ছিল, তাহা সকলের মত ছিল না বলিয়াই হইল না। * * * অনেক কষ্টে আমার বাবা ও ভাই বাউকাঠী আমার সম্বন্ধ ঠিক করেন। উঁহাদের সংসার যে তত ভাল ছিলনা—তাহা বাবা জানিয়াছিলেন; কেবল ছেলে দেখিয়া আমার বিবাহ দিলেন। যখন আমার বিবাহ হয় তখন সে বেশী কিছু পাড়ত না; তবে বাঙ্গলা লেখা ও ছেলে সুন্দর দেখিয়া আমার বিবাহ দিলেন। বয়স তখন ১৮ বছর—আমার পূরা ১৪ বছর হইয়াছিল। তারপর শ্বশুর বাড়ী আসিলাম।"

(অসম্পূর্ণ) "বিজন।"

১৩০৪ সনের ১১শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে আমার সহিত বিজনের বিবাহ হয়। বিবাহের সময়ে গ্রামের কয়েকটী ভদ্রলোক বড়ই অত্যাচার করেন। মানুষের গুণ ও সৌন্দর্য্য অনেক সময়ে তাহার অশান্তির কারণ হইয়া পড়ে। স্থানীয় কোন একটী ভদ্রলোক তাঁহার পুত্রের সহিত ইহার বিবাহ দেওয়ার নিমিত্ত বহুদিন হইতে চেষ্টা করেন; কিন্তু যদিও তাহাদের অবস্থা ভাল ছিল ও ছেলে লেখাপড়ায় উন্নতি করিয়াছিল, তথাপি আমার শ্বশুর মহাশয় কিছুতেই তাহাতে সম্মত হন না। পরিশেষে তাঁহারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বিবাহের রাত্রে কোনও একটা উপলক্ষ ধরিয়া ভয়ানক গোলযোগ করেন।

আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমাদের সংসারের পতনের অবস্থা। বাল্যকালে আমার জ্যেঠা মহাশয় মরিয়া যান, তাঁহার কোন

পুত্র-সন্তান থাকে না। তাঁহাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে আমার পিতা দ্বিতীয়; আমার ৭।৮ বৎসর বয়সের সময়ে তিনিও আমাদের দুইটী ভাইকে ও আমার বড় ভগ্নীকে অনাথিনী বিধবার অঙ্কে রাখিয়া মায়া পরিত্যাগ করেন। মা—দিদিকে, আমাকে ও আমার ছোট ভাইটীকে লইয়া আমার খুল্লতাত মহাশয়দিগের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। খুড়া মহাশয়েরাও তখন প্রাচীন। তদবস্থায় তাঁহাদের মধ্যে ২ জনের বিশেষ কিছুই আয় ছিল না, কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় ব্যবস্থাপক কবিরাজ ও অধ্যাপক ছিলেন। গ্রামে সেরূপ লোকের উপার্জ্জন খুব কমই হয়; অথচ তাঁহার একার উপার্জ্জনের উপরই সংসার নির্ভর করিত। আমার বড় খুল্লতাত মহাশয়ের একটী পুত্র ছিলেন—তিনি আমার "দাদা"। দাদা তখন কবিরাজী শিখিয়া ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র; কাজেই তাঁহার দ্বারা সংসারের কোন সাহায্যই হইত না। এইরূপ দুঃখের সংসারে আসিয়া আমার স্ত্রীকে অবশ্য অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

১৩০৭ সনের ১৩ই কার্ত্তিক সোমবার আমার একটী পুত্র জন্মে। ছেলেটী অতি সুন্দর ও সুলক্ষণযুক্ত হইয়াছিল। আমি তখনও পড়া শুনা করিতাম, কাজেই দুঃখের সংসারে অত আদরের ছেলেরও অনেক রকমেই কষ্ট হইত। ছেলের মা সব সময়ে কাজে ব্যস্ত থাকিত, আমার মা প্রভৃতি সাধ্যমত যত্ন করিতেন বটে, কিন্তু অবস্থার দোষে সে যত্ন প্রকৃত কোনও কাজে আসিতনা। এই ছেলেটীর জন্মের পর হইতেই চারিদিক হইতে বিপদ আমাকে ঘিরিয়া ফেলে। শ্রীযুক্ত শ্বশুর মহাশয় আমার পড়ার খরচের আংশিক সাহায্য করিতেন। ১৩০৭ সনের কার্ত্তিক মাস হইতেই তিনি কঠিন বহুমূত্র রোগে শয্যা-গত হন,—সেই হইতেই তিনি পড়ার খরচ বন্ধ করেন। আমি তখন

প্রাইভেট্ টিউসন প্রভৃতির দ্বারা খরচ চালাইতে আরম্ভ করি। ফাল্গুন মাসে আমার শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যু হয় ও সেই সঙ্গে আমারও জীবনের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ বড়ই সংকীর্ণ হইয়া পড়ে।

১৩০৮ সনের প্রারম্ভেই এত দুঃখের সংসারেও নূতন বিশৃঙ্খলার ও সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়। শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুতেও উদ্যমহীন না হইয়া আমি একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর ও একটী চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র পড়াইয়া নিজের পড়া চালাইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু আমার চেষ্টা ও উদ্যম নিয়তির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারিবে কেন? ৬ই আশ্বিন রবিবার আমাদের সংসারের একমাত্র কর্ণধার খুল্লতাত নবীনচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় অকালে আমাদিগকে অকুলে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমার বড় খুল্লতাত মহাশয় ইহার পূর্ব্বেই আমাদের মায়া পরিত্যাগ করেন। এই অসময়ের বিপদে আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। আমি পড়া ছাড়িয়া চাকরী দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি। আমার মধ্যম-খুল্লতাত মহাশয়ের শরীরের অবস্থা এ সময়ে ভাল ছিল না; তা ছাড়া একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদরের মৃত্যুতে ও সংসারের ভাবনায় তিনি ভগ্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। দাদার এমন আয় ছিল না, যাহার দ্বারা সংসার চলিতে পারে। বিষয় সম্পত্তি অল্প যাহা ছিল—তাহাতে যাহা আয় হইত, তাহা মামলা মোকদ্দমাতেই খরচ হইয়া যাইত। এই দুঃখের সময়ে, এই বিপদের সময়ে, এই হতাশের সময়ে—কে আমাকে সান্ত্বনা দিয়া, উপদেশ দিয়া, সাহস দিয়া, নিজের কর্ত্তব্যপথ দেখাইয়া দিয়াছিল? আমার শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতেই কাহার উৎসাহে, কাহার সবল বাহুর প্রবল আলিঙ্গনে বল প্রাপ্ত হইয়া আমি নিয়তির বিরুদ্ধে আত্মোন্নতির চেষ্টা করিতেছিলাম? সে আমার অষ্টাদশ বৎসরের

সহধর্ম্মিণী "বিজন"। এই অল্প বয়সে এত বুদ্ধি, এত কর্ত্তব্যজ্ঞান, এত ধৈর্য্য ও এত ভালবাসার সহিত কার্য্যশক্তি ভগবান তাহাকে দিয়া ছিলেন যে—সে ছোট-বড় ভালমন্দ সংসারের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বুদ্ধির প্রখরতার, কার্য্য-কৌশলতার ও সাংসারিক শৃঙ্খলতার ভিতর এমন এক আশ্চর্য্যশক্তি ছিল যাহার বলে আমার মা, খুড়ি-মা, এমন কি খুড়া মহাশয়েরা পর্য্যন্ত কোনও একটা সাংসারিক কাজ বৌয়ের মত না নিয়া করিতেন না। পরলোকগতা পত্নীর গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত নহে,—কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত ও সত্যের অনুরোধে আমি এ স্থলে একটী কথার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। বাল্য-বিবাহে লোকের জীবনের সর্ব্বনাশ হয়, আমারও যে না হইয়াছিল এমন নহে; কিন্তু শুদ্ধ আমার স্ত্রীর ব্যবহারগুণে আমি একেবারে অধঃপাতে যাইতে পারি নাই। আমার যতটা অনিষ্ট হইয়াছিল, সে শুদ্ধ নিজের দোষে ও স্ত্রীর উপদেশের বিরুদ্ধে যথেচ্ছাচারিতায়। অত অল্প বয়সেই সে আত্মসংযম করিয়া ছাত্র-জীবনে কেমন করিয়া চলিতে হয় আমাকে উপদেশ দিতে আসিত; আমি কখনও মানিতাম, কখনও বুদ্ধির দোষে তাহার কথা উড়াইয়া দিতাম। যখন বাড়ী আসিতাম—যতক্ষণ পড়াশুনার সময় উত্তীর্ণ না হইত—ততক্ষণ সে বিছানা পাতিত না,—বিছানায় শুইয়া কখনও পড়িতে দিতনা। পৃথক আসনে বসিয়া পড়িতাম, দূরে সে বসিয়া থাকিত, এবং নিদ্রা বা তন্দ্রা আসিলে সতর্ক করিয়া দিত; পড়া শেষ হইলে বিছানা পাতিত। এইরূপ কত কথা বলিব? সে নিজে কষ্ট করিয়া—আত্মসংযম করিয়া আমাকে ছাত্র-জীবনের নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিবার পথ দেখাইত। সময় সময় না বুঝিয়া বিরক্ত হইতাম, রাগ করিতাম, অযথা অত্যাচার করিতাম। সে সকল কার্য্যের ভাল মন্দ তখন বুঝি

নাই—এখন বুঝিতেছি। খুল্লতাত মহাশয়ের মৃত্যুর পর হতাশ হইয়া পড়িলে স্ত্রীর উৎসাহ-বাক্যে উৎসাহিত হইয়া আবার পড়াশুনা করিতে যাই। সে বলিত—"আমরা না হয় এক বেলা না খাইয়া থাকিব—তথাপি অল্প কয়েকটা মাসের জন্য তুমি পরীক্ষাটা নষ্ট করিওনা।" মা প্রভৃতি কিছু বলিলে—সে বলিত—"ঈশ্বর একরূপে চালাইবেন" কয়েকটা মাস দেখুন, যদি পাশ করিতে পারে।" সাধ্বী-সতীর কঠোর কর্ত্তব্য-বুদ্ধির সহায়তা করিবার নিমিত্ত তাহার করুণ আবেদনে বুঝি ভগবান কিছু সময়ের জন্য ফিরিয়া চাহিলেন। আমি পড়িতে গেলাম, দাদারও পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বেশী আয় হইতে লাগিল। তাহা দ্বারাই কোনও প্রকারে—শাকভাত খাইয়া অতবড় সংসারের প্রাণ বাঁচিয়া থাকিল। কলেজের অধ্যাপকগণ ও অধ্যক্ষ মহাশয়ের উপদেশে ও উৎসাহে আমিও আবার পূর্ব্বের ন্যায় মন দিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিলাম।

যাহা হইবে—তাহার বিরুদ্ধে জোর করিয়া কাজ করিবার শক্তি মানুষকে বিধাতা দেন নাই। "ফী" দাখিল করিয়া বাড়ী আসিলাম। অল্পদিন পরেই কে জানে কোথা হইতে সংসারে কলেরা প্রবেশ করিল। আমার একমাত্র অবশিষ্ট খুল্লতাত পূর্ণচন্দ্র মহলানবীশ মহাশয় কলেরা রোগে অজ্ঞান—এমন সময়ে, ১৩০৮ সালের ১২ই ফাল্গুন তারিখে, আমার পুত্রটীর কলেরা হইল। অনেক চেষ্টা করিয়াও বাঁচাইতে পারিলাম না। ১৪ই ফাল্গুন দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে তাহার মৃত্যু হইল। এত দুঃখের ভিতরও এই আকস্মিক বিপদে আমার মা ও স্ত্রী এত অধীর হইয়া পড়েন যে আর তাঁহাদিগকে বাড়ী রাখা নিরাপদ বিবেচনা না করিয়া খুল্লতাত মহাশয় একটু সুস্থ হইবা মাত্র সকলকে লইয়া মাতুলালয় খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামে চলিয়া গেলাম। আমারও যেন মাথা খারাপ হইয়া গেল; যেন মা ও স্ত্রীর

ধৈর্য্যহীনতাই আমার সকল শক্তি অপহরণ করিল। যখন এইরূপ জীবন-মরণের সমস্যার সময়ে সংসার-সাগরে ভাসিতেছি—তখন আমার পরীক্ষার সময় আসিল ও উত্তীর্ণ হইয়া গেল। পরীক্ষা দিতে পারিলাম না। এত কষ্ট করিয়াও যে আশায় বুক বাঁধিয়াছিলাম—তাহার একটীও সফল হইল না। পুত্রশোকের সহিত এই শোক মিশ্রিত হইয়া আমাদিগকে আরও কাতর করিল। আমি মা ও স্ত্রীকে সেনহাটী রাখিয়া এক ধুতি এক চাদর লইয়া চাকরীর চেষ্টায় রঙ্গপুর আমার মাতুল শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুপ্ত মোক্তার মহাশয়ের নিকট চলিয়া গেলাম। ইচ্ছা,—চাকরী করিব ও "প্রাইভেট্" ভাবে পরীক্ষা দিব। কিছুই হইলনা;—কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় অনেক ভাসিয়া ভাসিয়া পরিশেষে দিনাজপুরে কালেকটারি আফিসে প্রবেশ করিলাম। আহারাদির খরচ ও অন্যান্য খরচ প্রায় সমস্তই সেনহাটী নিবাসী দাদা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় বি, এল, উকীল ও শ্রীযুক্ত ভুপালচন্দ্র সেন মহাশয়ের সাহায্যে চলিতে লাগিল। ইঁহাদের নিকট এত প্রকারে উপকার পাইয়াছি যে সে ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। যাহা হউক, আমার জীবনের এ অধ্যায়ের সহিত আমার স্ত্রীর জীবনের তত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই; কাজেই এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।

ইংরাজী ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে জুন রাত্রি ১১টার সময়ে আমার একমাত্র অবশিষ্ট বৃদ্ধ, রুগ্ন, খুল্লতাত পূর্ণচন্দ্র মহলানবীশ মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর দাদা কেবল নিজের স্ত্রী ও সন্তান কয়েকটী লইয়া পৃথক হইয়া যান; সংসারের অপর সমস্ত ভার আমার উপরে পড়ে। আমার পরিবারে মা, স্ত্রী, খুড়ী-মা, নিজের ছোট ভাই, দুইটী খুল্লতাত ভাই, একটী খুল্লতাত ভগ্নী। অল্পদিন পরে আবার

আমার ছোট ভাইয়ের বিবাহ হয়। ভাইদের পড়ান ও সংসার চালান সকলই আমার মাথায়; কাজেই আমার পরিবার কি সুখে ছিল—তাহা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারেন। এইভাবে নিরাশ-বজ্রের নিচে মস্তক রাখিয়া আমার সংসার চলিতে লাগিল; আমি সমস্ত সাধনা ভুলিয়া এই সাধনায় শরীর-মন সকলই বিসর্জ্জন করিলাম।

১৩১২ সনের ৩রা জ্যৈষ্ঠ আমাদের বাড়ী বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাউকাঠী নামক গ্রামে আমার একটী কন্যা জন্মে। কন্যাটীর নাম একটু বড় হইলে—সে নিজেই রাখিয়াছিল "লাবণ্য।" তাহার নাম আমরাও তদনুসারে "লাবণ্য" রাখি; তবে আদর করিয়া জন্মাবধি তাহাকে "মান্তু" বলিয়া ডাকিতাম। এই মেয়ের বয়স যখন ৬ মাস তখন আমি এলাহাবাদ সহরের পশ্চিমে ই, আই, রেলওয়ের সিরাথু নামক স্থানে এসিষ্টাণ্ট-ষ্টেশনমাষ্টার। ষ্টেশনমাষ্টার হইয়া যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করিবার প্রলোভনে, ও আত্মীয়-স্বজনগণের পরামর্শে মাসাধিক কাজ করিয়াই কলেক্টরের আফিস ছাড়িয়া রেলওয়ে বিভাগে প্রবেশ করি। তথায় প্রথমে টেলিগ্রাফ্ ও পরে ষ্টেশনমাষ্টারের পরীক্ষা পাশ করিয়া "রেলের বাবু" হই! এই সময়ে ১৩১২ সনের পৌষ মাসে সিরাথু থাকিতেই আমি পরিবার সঙ্গে লইয়া যাই। সেই হইতে বরাবরই এই বালিকা ও স্ত্রী আমার সঙ্গে থাকে। কত কষ্টে—আমি বিদেশের ও দেশের সংসার চালাইতাম—তাহা মনে হইলে, এখনও চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায়। ইহার পর সিরাথু ছাড়িয়া এলাহাবাদে যাই এবং এই স্ত্রী ও বালিকা লইয়া কত স্থানে কত কষ্ট সহ্য করিয়া কত দেশ দেখিয়া বেড়াই এ অবতরণিকা তাহা লিখিবার স্থান নহে। ১৩১৪ সনের ভাদ্র মাসে আমি এলাহাবাদ হইতে বদলী হইয়া বড় ভবিষ্যৎ উন্নতির

আশায় কানপুর ডিষ্ট্রীক্ট ট্রাফিক্ সুপারিটেণ্ডেণ্ট্ আফিসে যাই; কিন্তু এই কানপুরেই আমার সকল আশা বিসর্জ্জন করিয়া আসিতে হয়! ৪০৲ বেতনে কানপুর গিয়া অল্পদিন পরেই ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বেতন হয়। ৫০৲ বেতন হওয়ার পর বিজনের আনন্দের সীমা রহিল না। সে কত উচ্চ আশা করিতে আরম্ভ করিল। সর্ব্বদাই বলিত "এখন আমি সকল দিক বজায় রাখিয়া চলিতে পারিব।" যত রকমের আশা দুঃখের সময়ে প্রাণের ভিতরে চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল, সুখের আশার প্রথম উচ্ছ্বাসে তাহা প্রকাশ করিতে ও প্রাণের সাধে সংসারের বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিল। কত যত্ন, কত আশা, কত ভালবাসা!! কোনও দিন ভাল কাপড় খানি পরিবার অবসর পায় নাই, ভাল খাইবার, ভাল বাসিবার অবসর পায় নাই। প্রাণ-ভরা আশা, বিধাতার প্রাণে তাহা সহ্য হইল না!

ইংরাজী ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে আমি সরকারী কার্য্য উপলক্ষে দানাপুর যাই, বিজন ও লাবণ্য বাসায় থাকে। ১৫ই মে জ্বর পাইয়া বিজনের ও তাহার পরদিন লাবণ্যের জ্বর হয়। পরদিন বসন্তের মত গায়ে উঠে। ১২ই মে রাত্রে আমি বাসায় ফিরিয়া আসি; পরদিন সকাল বেলা উভয়েরই স্পষ্ট বসন্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে মা প্রভৃতি কেহই কাছে ছিলেন না। আমার মা'র মামাত ভাইয়ের ছেলে শ্রীমান্ নলিনীমোহন সেন গুপ্ত আমাদের বাসায় ছিল। আর চাকর ধুব্‌রি ছিল। এ ছাড়া একবাড়ীর উপর বাঁকিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় থাকিতেন; তাঁহার স্ত্রী নগেন্দ্রবালা দেবীকে আমি "বড় দিদি" বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার বিবাহিতা মেয়ের নাম—প্রমীলা, সেও তখন কানপুরে ছিল। রমেশ যতীন্ দাদার ছেলে। ইহাদের নিকট হইতে আমি যে সাহায্য

পাইয়াছি সে ঋণ কোনও দিন পরিশোধ করিতে পারিব না। ক্রমে রোগ কঠিন হইতে লাগিল ;—কত ডাক্তার দেখাইলাম, মালি আসিয়া ঝাড়িল—পূজা দিল—কিছুতেই কোন ফল হইল না। যতই দিন বাড়িতে লাগিল ততই উভয়েরই অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইতে আরম্ভ করিল। আমি পাষাণ বুকে করিয়া বন্ধু-বান্ধবদিগের সাহায্যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে দুই পার্শ্বে দুইটী মুমূর্ষু বসন্তের রোগী লইয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইল। ইংরাজী ১৯শে মে, ১৩১৫ সনের ৬ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বেলা দ্বিপ্রহরের পর বিজনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। লাবণ্য পূর্ব্বাপেক্ষা আজ আরও অধিক নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। এত দিন সে অনবরত মায়ের বুকে যাইয়া দুধ খাইবার জন্য কত অত্যাচার করিত,—আজ আর কিছুই করে না। বিজনও অন্য দিন তাহার অত্যাচার সহিতে না পারিয়া কাঁদিত—কাতর চীৎকার করিয়া অস্থির হইত,—আজ আর তাহার সে উৎপাৎ তাহাকে সহ্য করিতে হইল না। আজ শেষ বিদায়ের দিন! আর "মা" বলিয়া তেমন প্রাণের আবেগে কাহারও বুকে লাফাইয়া পড়িতে পারিবে না—ভগবান তাহা জানিবার বুঝিবার শক্তি দিলে পাছে কোন অনিষ্ট ঘটে এই নিমিত্তই বোধ হয় আজ তিনি আমার লাবণ্যকে আত্মবিস্মৃত করিয়া রাখিয়াছেন! ঈশ্বর আমাকে এই অবস্থায়ও পাষাণ হইয়া, কর্ত্তব্যপালনে সমস্ত বিপদ তৃণজ্ঞান করিয়া, শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত অটল অচল ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার শক্তি দিলেন। আমি জগতের সকল ভুলিয়া দুই জনের মধ্যস্থলে বসিয়া আমার প্রাণের যে প্রাণ অন্তিম শয্যায় তাহার মুখখানি দেখিয়া দেখিয়া তাহার কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্রমে অবস্থা অধিকতর খারাপ হইল।

বন্ধু বান্ধবদিগকে খবর দিলাম ; দেখিতে দেখিতে বাড়ী বহুলোকে ভরিয়া গেল। যিনি যে ভাবে পারেন আমার জন্য প্রাণের সহিত কাজ করিতে লাগিলেন। বসন্ত রোগ হইলে দেশে নিতান্ত আপন যাহারা তাহারাও ফেলিয়া পালায় ; আর এই সুদুর প্রবাসে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণ আগ্রহের সহিত, প্রাণের সহিত,আমার উপকার করিবার জন্য শুনিবামাত্র অযাচিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন,—ইহা দেখিয়া সেই বিপদের সময়েও আমি কত সন্তোষ বোধ করিয়াছি—কত কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগকে ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়াছি—তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল ! রাত্রি ৯টা ৩৪ মিনিটের সময় আমার সংসার আঁধার করিয়া, গৃহ শূন্য করিয়া, আমার সংসারের লক্ষ্মী, জীবনের সার. প্রাণের প্রাণ-প্রদীপ ধীরে ধীরে নিবিয়া গেল !! আর জ্বলিল না !!! ব্যারাম হইবার পর বাড়ীতে টেলিগ্রাম্ করিয়াছিলাম ; দাদা ও মা রাত্রি ৯টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—৯টা ৩৪ মিনিটের সময়ে আমার সোণার প্রতিমা যেন তাঁহাদের চরণে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল ! যেন তাঁহাদেরই জন্য অপেক্ষা করিতে ছিল। যাইবার সময়ে একমাত্র চিহ্ন লাবণ্যকে আমার মার কোলে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাইবে বলিয়াই বোধ হয় এত বিলম্ব করিতেছিল ! কাজ হইয়া গেল—সকলই ফুরাইল ! নিষ্ঠুর আমি! সর্ব্বস্ব হারাইলাম, তথাপি আমার কাজ শেষ হইল না। যখন আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়—তখন সে গর্ভবতী ছিল, তাহাতে আবার বসন্তে মরিয়াছে ; উপস্থিত ভদ্রলোকেরা আগুনে পোড়াইবার ব্যবস্থা দিলেন না। ব্যবস্থা হইল - গঙ্গায় ভাসাইয়া বা ডুবাইয়া দিতে হইবে। আমার এত যত্নের, এত কষ্টের, এত আদরের ধন আমি গঙ্গায় ফেলিয়া দিব, হয়ত চড়ে ঠেকিবে—শিয়াল, কুকুর, শকুনে মাংস টানিয়া

যাইবে, ভাবিতে সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল—শুনিবা মাত্র আপাদ-মস্তক অবসন্ন হইয়া আসিল। কিন্তু, কি করিব? ধীরে ধীরে ধৈর্য্য ধারণ করিলাম; যাহা করিতে হইবে তাহা করিবার নিমিত্ত হতাশ-হৃদয়ে সাহসে বুক বাঁধিলাম। ধন্য কানপুর-নিবাসী আমার বন্ধুগণ,—আপনাদের সহৃদয়তার—সমপ্রাণতার প্রতিদান আমি জীবন দিয়াও করিতে পারিব না। সেই গভীর নিশীথে,—রাত্রি একটার সময়, প্রায় ২০ জন সম্ভ্রান্ত পদস্থ ভদ্রসন্তান বসন্তরোগী লইয়া শ্মশানে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। সে শ্মশান কতদূর? বাসা হইতে পাঁচ ছয় মাইলের উপরে। কিন্তু তত লোকের দরকার হইল না। আমি, দাদা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুপ্ত,ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়—আমরা এই তিন জনে সেই গভীর রজনীতে ৬জন ব্রাহ্মণ সঙ্গে করিয়া গিয়া সোনার প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আসিলাম। যখন কাজ শেষ হইয়া গেল—তখন শরীর অবস হইয়া পড়িল—শোকে অধীর হইয়া পড়িলাম—সব আশা ফুরাইল!! আমার সাজান বাগান শুকাইয়া গেল!!!

আজ জ্যোতিষীগণের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইল। যখন আমি ইংরাজী ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বরিশাল "রাজচন্দ্র কলেজে" পড়িতাম, তখন এক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত আমার হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন— "তোমার বয়স যখন ২৯।৩০ বৎসর হইবে—তখন তোমার স্ত্রী মারা যাইবে। বিবাহ দুইটী।" ইহার পর ইংরাজী ১৯০২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা—দর্জ্জিপাড়ার সতীশবাবু নামক এক ভদ্রলোক আমার হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

"৩০ বৎসর বয়সে চাকরীতে অপেক্ষাকৃত উন্নতি হইবে; কিন্তু এই সময়ে বর্ত্তমান স্ত্রীর মৃত্যু হইবে।"

ইহার পরে মৃত্যুর ২ মাস পূর্ব্বে এক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

"৩০ হইতে ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যে স্ত্রী-বিয়োগ হইবে।"

সকলের মুখেই এক কথা শুনিয়া প্রাণে কতকটা সন্দিগ্ধ বিশ্বাস রাখিয়াও আমরা উভয়ে কত আশার তুফানে হাসিয়া নাচিয়া চলিতেছিলাম। ঠিক ৩০ বৎসর পূর্ণ হইতে ৪টী মাস বাকী থাকিতেই জ্যোতিষীগণের ভবিষ্যৎ-বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিল। সর্ব্বস্ব দিয়াও আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিলাম না!!

সংসারের লক্ষ্মীস্বরূপিণী আদর্শ রমণীরূপে আমি এই কৌস্তভমণি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলাম। একাধারে যেমন সৌন্দর্য্য তেমনি গুণ রাশি। স্বদেশে বিদেশে যে একবার তাহার হাসিময় মুখখান দেখিয়াছে ও তাহার সহিত ক্ষণকালের নিমিত্তও মিশিয়াছে—সে আর তাহাকে ভুলিতে পারে নাই। বিজনের মৃত্যু সংবাদে না কাঁদিয়াছে এমন লোক আমি দেখিতে পাই নাই। এখনও যে তাহাকে স্মরণ করে তাহারই প্রাণে যেন তাহার অভাব-দুঃখ নূতন হইয়া জাগিয়া উঠে।

দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারে অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়াও সর্ব্বদা তেমন হাসিমুখে দিন কাটাইতে অতি কম লোকেই পারে। অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত অসহ্য কষ্ট পাইয়া সেরূপ অভাব অবস্থায় সম্পূর্ণ সন্তোষ অনুভব করিবার শক্তি বিধাতার বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই লাভ করিতে পারে না! তাহার আর একটী এমন আশ্চর্য্যশক্তি ছিল যে আমার প্রতিবেশীগণ মাসিক ৩০৲ ব্যয় করিয়া যেরূপ সংসারের ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিতেন, মাত্র ২০।২২ টাকা হইলেই সে ঠিক তদনুরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিত। প্রতিবেশীগণ ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিতেন;

আমি বুঝিতাম দরিদ্রের সংসার প্রতিপালনের নিমিত্ত ইহা ভগবানের অনুগ্রহমাত্র। তাহার এই শক্তিটী না থাকিলে আমি অতি অল্প বেতনে প্রবাসে সপরিবারে থাকিতে, ও দেশে সংসারের খরচ ও ভাইদের পড়া শুনার খরচ কিছুতেই চালাইতে পারিতাম না।

অতি অল্প বয়স হইতেই ধর্ম্মের উপর ইহার প্রবল আকর্ষণ ছিল। ব্রত, উপবাস, স্তব, এ সব একটা না একটা প্রায় প্রতিদিনই থাকিত। সকালবেলা স্নান করিয়া ষষ্ঠীরস্তব না পড়িয়া জলগ্রহণ করিত না। স্নাত শরীরে যখন তাহাকে এইরূপ ধর্ম্মকার্য্য করিতে দেখিতাম—তখন তাহার উপর রীতিমত আমার ভক্তি জন্মিত। কারণ তাহার অবয়বে, বিশেষতঃ মুখখানিতে, এমন একটা স্বর্গীয় প্রফুল্লতা দেখা যাইত—যাহাতে ভক্তিভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উদয় হইতে পারিত না। পবিত্রতাজ্ঞান এত বেশী ছিল যে নিজে তো দিনের মধ্যে ৩।৪ বার স্নান করিয়াও সকল সময়ে আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করিতই না; আমাদিগকেও সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পবিত্র না দেখিতে পাইলে নিতান্ত দুঃখিত হইত। ঘর বাড়ী যখনই অবসর পাইত তখনই পরিষ্কার করিয়া সাজাইয়া গোছাইয়া রাখিত। লাবণ্য রাস্তায় বাহির হইলে পা না ধুইয়া ঘরে আসিতে দিত না। কোন অপবিত্র লোকের বাড়ীতে গেলে বা বিছানায় শুইয়া থাকিলে—গা ধোয়াইয়া ঘরে আনিত। যদিও এ গুলির বিশেষত্ব কিছুই নাই, তথাপি এই সকল সামান্য ব্যাপার হইতেই তাহার হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতার পরিচয় পাওয়া যাইত।

রোগীর সেবায় তাহাকে অম্লান বদনে পরিশ্রম করিতে দেখিয়া অনেক সময়ে কত আনন্দ বোধ করিয়াছি। নানাপ্রকারে তাহার হৃদয়ের উচ্চতার নিদর্শন পাইয়া এমন স্ত্রীরত্ন লাভ সৌভাগ্যের নিদর্শন

বলিয়া মনে মনে কত অহঙ্কার করিয়াছি। সে সব অহঙ্কার আমার চূর্ণ হইয়া গিয়াছে! এত ঐশ্বরিক সৌন্দর্য্য ও শক্তি লাভ করিয়াও পিতার সংসারে বা আমার সংসারে সে কোনও দিন সুখভোগ করিয়া যাইতে পারে নাই। আশায় আশায় দিন গণিতে গণিতে নিরাশার আকস্মিক তাড়নায় ভস্মীভূত হইয়া উড়িয়া গেল, এ দুঃখ আমার আজীবন থাকিবে, এবং সহস্র ভবিষ্যৎ হাসি ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যেও আমার বক্ষে তীব্র আঘাত করিয়া আমার চৈতন্য উৎপাদন করিয়া দিবে;—এবং সেই সঙ্গে আমার সকল সুখ ও সকল আশার সরোবর, দেখিতে দেখিতে জলশূন্য হইয়া যাইবে!!

প্রিয়তমে, বিদায়! কতবার মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, দণ্ডের নিমিত্ত, দিবসের নিমিত্ত, মাসের নিমিত্ত, বৎসরের নিমিত্ত, তোমাকে বিদায় দিতে বুকখানি শতধা, সহস্রধা, লক্ষধা, বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে! কত বার যাই যাই করিয়াও তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে চক্ষের জলে চক্ষু ভাসিয়া গিয়াছে—যতক্ষণ দৃষ্টি-পথের সীমার অন্তরালে রহিয়াছি, ততক্ষণ তোমার চক্ষের পলক পড়ে নাই! চক্ষু দিয়া দর-বিগলিত ধারে অশ্রু বর্ষণ হইয়া বুক ভাসিয়া গিয়াছে তথাপি চক্ষে কেহ পলক পড়িতে দেখে নাই! সেই ক্ষণিক বিদায়ের সনে আমি যেন প্রাণের পোণে ষোল আনা তোমার কাছে না রাখিয়া তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারি নাই! আর আজ শেষ! আজ শেষ বিদায়!! এ বিদায়ের পর আবার মিলন হইবে কি না, তাহা কল্পনায় আনিতে পারি না!!! যে হৃদয় মুহূর্ত্তের অদর্শনে ভগ্ন অধীর হইয়া পড়িত, যে একটী পলকের তরে মলীনতার আবরণ দর্শন করিলে শোকে দুঃখে আপন হৃদয়ের সহস্র প্রেম প্রীতি দান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইত না, সেই হৃদয় লইয়া আমার হৃদয়েশ্বরী, আজ তোমাকে শেষ বিদায় দিতে

হইল !!! তবে যাও আমার সংসারের লক্ষ্মী—জীবনের সার ! যাও তুমি সেই অনন্ত সুখময় প্রদেশে—যথায় রোগে-শোকে কষ্ট পাইতে হইবে না, নিরাশার বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া অস্থির হইতে হইবে না, ধরিত্রীর প্রতারণাময় কলরবে কর্ণ অপবিত্র করিবার অবসর পাইবে না ! যদি মানুষের পুনর্জ্জন্ম সত্য হয়, তবে আমার কায়-মনোবাক্যে এই প্রার্থনা,—যেন জন্মে জন্মে তোমাকে, অথবা তোমার মৃত্যুর পর আমার জন্ম হইলে তোমার ন্যায়—পবিত্রা, অকলঙ্কিতা, রূপগুণময়ী সাধ্বী স্ত্রীরত্ন লাভ করি ; কিন্তু যেন এমন করিয়া আশায় বঞ্চিত না হইতে হয় ! আমি এই কলুষিত দেহ অবলম্বনে যত দিন রহিব ততদিন তোমারই ধ্যানে জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন করিয়া যাইতে পারি, ভগবান যেন আমার সেই আশায় হস্তক্ষেপ না করেন—ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। তোমার নিকট আমি অনেক গুরুতর অপরাধ করিয়াছি—তজ্জন্য আমি অনুতপ্ত। তুমি সেই সকল অপরাধ বিস্মৃত হইও !!!—আমাকে ভালবাসিও, আমাকে মনে রাখিও। আর আমার কিছুই বলিবার নাই। আমার মনে বড়ই দুঃখ রহিল তোমার একখানি ফটোগ্রাফ্ রাখিতে পারিলাম না। একবার ফটোগ্রাফ্ তুলিয়াছিলাম,তাহার নেগেটিভ্ কাচখানি ফটোপ্রস্তুত করিবার পূর্ব্বেই ফটোগ্রাফারের ভাই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর তুলিব তুলিব ভাবিতে ভাবিতে সব বাসনা কোরকেই বিনষ্ট হইয়া গেল ! তোমার সর্ব্ব অবয়ব একত্রে মনে আনিতে পারি না, এতদপেক্ষা অধিক দুঃখ বুঝি আর কিছুই নাই!! নিষ্ঠুর ভগবান্, এই সামান্য বাসনাটীও আমার সফল করিলে না !!!

১৭ই আশ্বিন, ১৩১৬। কানপুর।

তোমারই পরিত্যক্ত—

আশুতোষ।
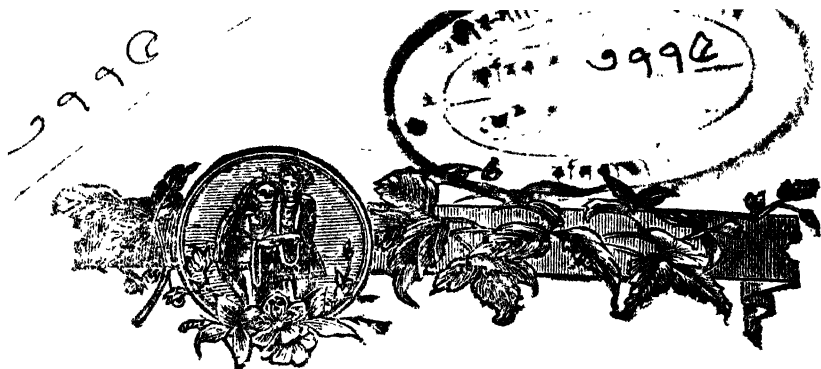
বিজন-বিজয়া।

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বীণাটী আমার,—
এ বীণায় আর নাহিক তান ;
নীরব সেতার পাখোয়াজ আজি,
নীরব নিঝুমে কাঁদিছে প্রাণ !

প্রাণের ভিতরে কি বজ্রবেদন,
কারে বা কহিব, কে আছে আর ?
হৃদিশূন্য করি চলিয়া গিয়াছে
আমার বলিতে যে ছিল আমার !!

কত প্রাণপণে করিনু যতন ;
আহার-নিদ্রা করিয়া বর্জ্জন
দিবা নিশি বসি রুগ্ন মুখশশী
ভগ্নহৃদয়ে করিনু দর্শন।

কত আঁখিজলে এ পোড়া হৃদয়
ভাসিত! তথাপি, বাঁধিয়া বুক
অদম্য আশায়, সেবিতাম তারে
সতত তাহার নাশিতে দুঃখ।

গেছিনু বিদেশে, হতভাগ্য আমি,
একাকিনী গৃহে ফেলিয়া তায়;
অসুস্থ সে ছিল যাইবার কালে।
এরূপে কেহ কি ফেলিয়া যায়!

কিন্তু ভাবি নাই—কভু বুঝি নাই—
এমনি করিয়া ভাঙ্গিবে কপাল!
কর্ত্তব্যের দায়ে গেছিনু চলিয়া;
বলেছিল "এসো সকাল সকাল;

দেরি করিওনা, প্রাস্তু (১) আমার,
আমার শরীর ভাল না।
মোর মাথা খাও, কাজ হ'য়ে গেলে
পলমাত্র কোথা থে'ক না।"

আমি ব্যস্ত-হৃদে কর্ত্তব্য অপূর্ণ
ফেলিয়া ধাইয়া আসিনু তাই
যে ভয় করিয়া, ঠিক তাই হ'ল;
আসিয়া দেখিনু সে হাসি নাই!

(১) প্রাস্তু = প্রাণ + টী = প্রাণটী = প্রাস্তু।

কাতর বেদনে, অস্থির অধীর
পড়িয়া শয্যার পরে ;
বুকে বুক দিয়া জিজ্ঞাসিনু "প্রাণ",
গলাটী জড়ায়ে ধরে,

"কি হয়েছে, বল, বেশীতো হয়নি ?"
বলিল উত্তরে,—হৃদয় কাঁপে ;
এখনো স্মরিতে সেই কণ্ঠস্বর,
দেখিনু তাহার শরীর তাপে

হইতেছে দগ্ধ,—কাতর কণ্ঠে
"দিওনা দিওনা শরীরে হাত !
সর্ব্ব শরীর বেদনে অস্থির ;
দেখিও রজনী হ'লে প্রভাত

গায়ে কি বাহির হয়েছে আমার ;
সকলেত হাম বলে ;
কিন্তু আমি বুঝি—এ তো হাম নয়,
এত ব্যথা হাম হলে ?"

পার্শ্বে স্বর্ণলতা-প্রতিমা আমার
ক্ষুদ্র বালিকা ; তাহারো দেখি
দহিতেছে জ্বরে সর্ব্ব অঙ্গ,
নিস্তব্ধ পড়িয়া—মেলেনা আঁখি।

বলিল বিজন "উহারো হয়েছে
জ্বর আজিকে সকাল হ'তে ;
পোড়া'মুখী—কত বকেছি মেরেছি,
নিষেধ করেছি দুধ না খেতে।

কিন্তু ওরে জান, চব্বিশ ঘণ্টা
থাকিবে আমার বুকের পরে ;
জ্বালায়ে মেরেছে দিন রাত্রি মোরে ;
কেবা ছিল, কেবা রাখিবে ওরে ?

কপাল ! আমার হইয়াছে জ্বর :
কিইবা করিবে একাকী তুমি !
কপালে কি দুঃখ লিখিয়া এসেছি
কারে বা কহিব, অভাগী আমি !"

* * * *

বুঝিলাম—চিন্তিলাম স্থির ধীর মনে,
হইল স্মরণ
একে একে মোর অক্ষরে অক্ষরে
পূর্ব্ব স্বপন।

সাতটী দিনোত্তো হয়নিকো গত
তাহার পরে ;
সত্য কি দেখেছি ? সত্য কি স্বপন ?
আমার তরে

আছে কিহে লেখা—সত্য সেই বজ্র-
বিচ্যুত অনল-শিখা ?
নাহি দেখিলাম আদি অন্ত তার ;–
নয় কি সে মরীচিকা ?

সত্যই কি মোর অঙ্ক হইতে
ব্যাঘ্র আসিয়া
মোর হারাধনে উদ্যত হইবে
লইতে কাড়িয়া ?

সাতটী দিনোতো হয়নিকো গত,—
দুই দিন দুইবার
দেখিনু যে স্বপ্ন, অদ্ভূত তেমন
কখনো দেখিনি আর।

প্রথম দিবসে স্বপ্নে দেখিনু—
গিয়াছি প্রবাসে,—
অজানা অচেনা অচিন্ত্য সে দেশ
নিভৃত নিবাসে।

তৃণ-আচ্ছাদিত কুটীরআবলি,
চারি দিকে বিভীষণ
বন-জঙ্গলে বেষ্টিত সে দেশ ;
ছিলনা একটী জন

সঙ্গেতে আমার ;—এক মাত্র আমি—
অঙ্কেতে লাবণ্য মোর ;
কেমনে ফিরিয়া আসিব একাকী ?
সান্ধ্য আঁধার ঘোর

বেষ্টিয়া রয়েছে সে ভীত প্রদেশে :
কহিনু তাদের আমি—
—পরাণ কাঁপিছে এখনো স্মরিতে,
জানেন অন্তর্যামী,—

কহিনু—"একাকী যাইতে নারিব,
সঙ্গে এস একজন ;
ভয় হয় মনে, ব্যাঘ্র ভল্লুক-
সমাকীর্ণ এই বন ;

কেমনে তোমরা থাক এই দেশে
বুঝিতে না পারি।"
বলিতেই কোন এক ভদ্র লোক
অগ্রে অগ্রসরি

ডাকিল আমারে, বলিল "চলহে,
আমি সঙ্গে যাব ; ভয়
কি আছে তোমার হিংস্র জন্তুরে,—
এত কাছে লোকালয় !"

চলিলাম সঙ্গে, অঙ্কেতে আমার
আমার কুসুম ক্ষুদ্র ;
দুই পার্শ্বে বন ভীষণ-দর্শন;
পশেনা সেথায় রৌদ্র ।

কিছুদূর যেতে দেখিনু সম্মুখে
ভীষণ দর্শন
কানন হইতে বাহিরিল ব্যাঘ্র ;
অচল চরণ !

এক পদও আমি না পারি সরিতে,
সঙ্গী যিনি তিনি তথায় নাই ;
ভয়ে প্রাণ নিয়ে গেছে পলাইয়ে !
চিন্তিনু কেমনে নিস্তার পাই !

সহসা হৃদয়ে শক্তি আসিল,
বুঝিলাম—এই শেষ,—
উন্মত্ত পরাণে ডাকিনু ঈশ্বরে—
"কোথা আছ—পরমেশ,

রক্ষাকর এই করাল কবল
হইতে আমার কুসুমটীকে ।"
আহা ! ক্ষুদ্রলতা নিদ্রিতা তখনো
বক্ষে আমার মস্তক রেখে !

করুণ রোদন শুনিলেন তিনি,
আসিল শক্তি হৃদয়ে ;
কি জানি কেমনে দ্বিগুণ সাহসে
আসন্ন-বিপদ-সময়ে

পূরিল আমার চিত্ত দুর্ব্বল ;
এক দৃষ্টে ব্যাঘ্র পানে
রহিনু চাহিয়া স্থির, অচঞ্চল,
সবল—কঠোর প্রাণে।

ধীরে—অতি ধীরে বক্ষ হইতে
লাবণ্য-কুসুমে সরায়ে,
লইনু তাহারে পৃষ্ঠদেশে মোর,
স্নেহ-বিগলিত হৃদয়ে।

দেখিলাম ব্যাঘ্র দাঁড়াইয়া স্থির,
নাহি হয় অগ্রসর।
আমিও তখন সরিতে লাগিনু
এক পদ আর পর

চক্ষু রাখিয়া চক্ষে তাহার ;
এইরূপে কিছুক্ষণ
চলিতে চলিতে করিলাম আমি
বহুদূর আগমন।

সহসা তখন ভাঙ্গিল নিদ্রা,
নিস্তব্ধ রহিনু পড়িয়া ;
নাই সে কানন—ব্যাঘ্র ভীষণ ;
পার্শ্বে বিজন শুইয়া।

* * *

গেল সে রজনী—গেল পরদিন—
আবার দ্বিতীয় রাত্রে
দেখিনু স্বপন ; প্রতি রোমকূপ
কণ্টকিত হয় গাত্রে

স্মরিতে সে স্বপ্ন অচিন্ত্য অকল্প্য ;
দেখিনু অজানা দেশ
মরুভূমি প্রায় পূর্ণ বালুকায় ;
বালুকার নাহি শেষ।

তাহার মাঝারে চলিয়াছি আমি,
নাহি মোর কোন লক্ষ্য।
কিছু দূর যেতে পেনু লোকালয় ;—
উল্লাসে পূরিল বক্ষ।

অতিথি হইনু আশ্রমে একের
অতীত-দ্বিতীয়-প্রহরে।
গৃহস্থ কহিল "সিনান করিয়া
আইস ফিরিয়া সত্বরে।

পূর্ব্বদিকে যাও ; কিছু দূর গিয়া
দেখিবে সুন্দর দরিয়া ;
উহার সলিলে সিনান করিয়া
সত্বর আইস চলিয়া।"

আমি চলিলাম পূর্ব্ব অভিমুখে
অনন্ত বালুকা বহিয়া।
গেনু বহু দূর ; কত শত মাঠ
রহিল পশ্চাতে পড়িয়া।

কিন্তু নদী নাই! "নদী কোথা পাই?"
জিজ্ঞাসিনু এক জনে।
সে মোরে বলিল "নীচে চলি যাও ;
আছে নদী ওই খানে।"

অতি উচ্চ,—ঠিক পাহাড়ের মত
উচ্চ বালুকার চর ;
তাহার নিকটে, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত,
হইলাম অগ্রসর।

যেমতি মানব পাহাড় হইতে
সমতল ভূমি দেখে,
তেমতি দেখিনু ; কিন্তু সলিলের
চিহ্নটী প'লনা চোখে।

ধীর পদক্ষেপে—সভয়ে তথাপি—
করিয়া অবতরণ
বহুক্ষণ. পরে অস্পষ্ট নয়নে
করিলাম দরশন—

এক—ঘোরা কৃষ্ণানদী, যমুনার জল
তার কাছে কৃষ্ণ নয়।
দেখিয়া সে নদী বিজন সে দেশে
পাইনু ভীষণ ভয়।

চকিত হৃদয়ে অতি ব্যস্তে তবু
করিয়া অবগাহন,
সলিল হইতে ত্রস্তে উঠিয়া
করিলাম দরশন,—

গোধূলির মত আধ অন্ধকারে
আছন্ন গগন ধরণী ;
কি যেন ভীষণ বিভীষিকা-রাশি
আসিছে গ্রাসিতে অবনী।—

সহসা আমার পড়িল দৃষ্টি
নদীর অপর পারে ;—
এখনো সে স্মৃতি তেমনি আঘাত
করিছে হৃদয়-দ্বারে,—

প্রস্থে যমুনার সমতুল্য নদী,
অপর তীরে তাহার
দেখিলাম শত মৃতের মুরতি,—
পেরেতের হাহাকার !

কোথাও পড়িয়া কঙ্কালের রাশি,
শৃগাল, শকুনি, গৃধিনী
পার্শ্বে তাহার ঘুরিছে ফিরিছে,—
প্রলুব্ধ পিশাচ পরাণী।

করিছে চীৎকার—বিভৎস আকার !!
দ্রুত পাদক্ষেপে আমি
উঠিলাম তীরে চক্ষু মুদিয়া ;
জানেন অন্তর্ যামী

সে দৃশ্য দেখিয়া চৈতন্য আমার
হয় নাই অপগত
কেন, যদ্যপিও পরাণ আমার
হইল মরার মত

নিস্তেজ—অবশ ! দেখিলাম পুনঃ
উন্মিলিয়া আঁখি ধীরে,
কত—কবন্ধ-আকার তখনো চীৎকার
করিছে অপর তীরে !

জলচর পক্ষী উড়িছে পাড়িছে,
করিছে উচ্চ চীৎকার ;
সকলি ভীষণ—ভীষণ-দর্শন ;
চারিদিকে হাহাকার ! !

আর নারিলাম তিষ্ঠিতে তথায় ;
আমি মুদিয়া নয়ন
মুহূর্ত্তে উন্মত্ত অবশ পরাণে
করিলাম পলায়ন !

* * * *

ক্রমে আসিলাম সেই গৃহস্থের
আশ্রমে ফিরিয়া।
চক্ষের উপর সে দৃশ্য আমার
তেমনি ঘিরিয়া

রহিল। তা'পরে হইলাম সুস্থ ;
দেখিলাম বারেন্দায়,—
গৃহস্থের বাড়ী নিমন্ত্রণ যেন,
কত লোক আসে যায়।

দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ—অল্প-পরিসর
বারেন্দার মাঝখান ;
ক্ষুদ্র এক গর্ত্তে তাহার ভিতরে
সর্প এক—শুষ্কপ্রাণ।

অর্দ্ধ বাহিরে রয়েছে গর্ত্তের,
করিতেছে প্রাণপণ
বাহির হইতে ; কিন্তু—গর্ত্ত মধ্যে
কেহ যেন আকর্ষণ

করিছে তাহারে টানিয়া লইতে
সজোরে গর্ত্তের ভিতরে ;
সর্পটীও তার সাধ্যমত বলে
চাহিছে আসিতে বাহিরে।

ক্ষুদ্র-দেহ সর্প, শ্বেত-বরণ,
সহসা জিনিয়া সমরে.
সজোরে ছুটিয়া পড়িল আসিয়া
আমার চরণ উপরে।

প্রাণ শুকাইল তখনি আমার,
ভাঙ্গিল স্বপন ঘোর।
নিদ্রা ছুটিল, চক্ষু মেলিনু ;—
তখনো হয়নি ভোর।

আকুল পরাণে ভীতিবিহ্বলিত
ডাকিলাম "প্রাভু, প্রাভু!
শীঘ্র ওঠ, মোর বুকে দেও হাত,
পরাণ কাঁপিছে কিন্তু।

দেখিয়াছি আমি অতি কুস্বপন!
পাগলিনী অতিব্যস্তে
"কি, কি? ওমা! কি হ'লো আমার?"
বলিয়া উঠিয়া ত্রস্তে

মান্টুরে * রাখিয়া এক পার্শ্বে তার,
বক্ষে আমারে টানিয়া
নিয়া জিজ্ঞাসিল "কি, কি হয়েছে?"
মু'খানি উপরে রাখিয়া

চাঁদিমা-শুভ্র মু'খানি তাহার;—
হৃদয় পুড়িয়া যায়
আজি তার সেই প্রেম-আলিঙ্গন
স্মরিয়া আমার, হায়!

কে আর আমারে তেমন আদরে
বক্ষে লইবে টানি,
মাতৃ-ভ্রাতৃ-স্নেহ—দম্পতীর প্রেম
পূর্ণ একত্বে আনি?

যে যায় সে যায়; তার কিবা আর?
রহে যে সে থাকে কাঁদিতে;
ধরিত্রীর এই কলুষতাময়
বক্ষ মাঝারে পুড়িতে

* মান্টু = মণি + টী (আদরে)।

তার পরিত্যক্ত অনলের শিখা
সর্ব্ব শরীরে পুষিয়া,
দাবানল, কভু তুষানল সম,
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া !

শত শান্তি-তারে জোগাইয়া দেও,
দেও নন্দনের মন্দার ফুল।
কিছুই তাহার লাগিবেনা ভাল।
যে যায়—সে যায় ! তাহার তুল

আর নাহি মিলে বিশ্ব খুঁজিলে ;—
সে অভাব কভু পোরেনা আর।
যত কিছু আন,—হোক্ শ্রেষ্ঠতর,—
তথাপি তাহার ভালবাসার

সমতুল্য কিছু হইতে পারে না।
মানবের সাধ্যাতীত
মায়ার এ খেলা বুঝিবার কভু,—
এ যে কল্পনা-অতীত।

* * * * * *

জাগ্রত-স্বপনে এখনো আমার
কাঁদিছে অন্তর,—
কেমনে সোহাগে, সমবেদনায়,
মু'খানি উপর

মুখখানি রাখিয়া, বক্ষ আমার

বক্ষে তাহার চাপিয়া,

"কি, কি হয়েছে ?" বলি পাগলিনী প্রায়

উন্মত্তে আছিল চাহিয়া !

সেই শেষ নিশি ! সেই শেষ মোর !!

সেই শেষ আলিঙ্গন !!!

আরতো আমারে ধরার কলুষে

করিবে না দরশন !

আমি ধীরে ধীরে, সভয় হৃদয়ে,

স্বপ্ন ইতিবৃত্ত তারে

কহিলাম, ছাড়ি দীর্ঘনিশ্বাস

তাহার মুখের'পরে।

নিস্তব্ধ—নিশ্চল ক্ষণ মাত্র পরে

কহিল—"পাগল নাকি !

স্বপ্ন কভু সত্য ? স্বপ্ন সত্য নয়;

সকলি মনের ফাঁকি।"

কহিলাম আমি "সাপ তো সন্তান,—

সন্তান গর্ভে তোমার;

তার কোন দোষ—কোন অমঙ্গল

না হয় যেন আবার।

অথবা আমার লাবণ্যকুসুম—
তার যেন কোন ভয়
না হয় আমার থাকিতে জীবন ;
সে যেন শান্তিতে রয়।"

মন ফিরাইতে বিজন তখন
হাসিয়া আদরে,
"বল দেখি মোর কি হবে এবার ?"
জিজ্ঞাসিল মোরে

আমি বলিলাম "হবে কন্যা এক,—
দ্বিতীয় লাবণ্যরাণী।"
শুনিয়া তাহার গম্ভীর হইল
সুন্দর বদন খানি।

কল্পিত-বিরসে নিৰ্ম্মুক্ত-হৃদয়ে
উত্তর করিল তায়,—
এখনও কর্ণে সেই কণ্ঠস্বর
তেমনি বাজিছে হায়!—

"আর—মুখে আনিওনা কন্যার কথা;—
কন্যা চাহিনা আমি।
কি বেদনা মোর প্রাণের মাঝারে
জানেন অন্তর্যামী!

বড় আদরের শান্তি-হাসিময়
আমার প্রথম পুত্র।
তেমন সুন্দর—প্রতিভার ছবি—
আর না দেখিনু কুত্র।

যতনের ধন ছিল আমাদের
প্রথম সন্তান ;
কন্যা কি কখনো পারে এ জগতে
সে পুত্রের স্থান

করিতে পূরণ ? সে যদি থাকিত
সাত বছরের আজি
হইত, যাইত পাঠশালে মোর
বসন ভূষণে সাজি।

সকলের ছেলে সাজিয়া গুজিয়া
পাঠশালে যবে যায়,
আমার পরাণ উঠে যে কাঁদিয়া
পাগল স্মরিয়া তায়!!"

আমি দেখিলাম আঁখি ছল্ ছল,
চক্ষে এসেছে জল।
যত্নে মুছাইয়া দিলাম নয়ন
টানিয়া আনি অঞ্চল।

বক্ষে রাখিয়া মু'খানি সুন্দর,
রহিনু পড়িয়া।
মস্তকে তাহার অবিরল ধারে
অশ্রু ঝড়িয়া

পড়িল; উভয়ে উদ্বেলিত শোকে
কাঁদিলাম পুনঃ কত।
উঠিয়া দেখিনু সেই কাল-নিশি
তখনো হয়নি গত।

ক্রমে রাত্রিশেষে সূর্য্য-আলোকে
জাগিলাম সবে।
পক্ষী ডাকিল, জগৎ গাহিল
আনন্দের রবে।

ক্রমে সংসারের কাজে ব্যস্ত সবে,
উপশম-হৃদি-দুঃখে
তত বিভীষিকা—স্বপ্নের মতন—
আর না রহিল চক্ষে।

আশাই সংসারে মনুষ্যের সুখ
করে শান্তি আনয়ন।
আশাই জীবের সর্ব্বদুঃখহারী;
বিস্মৃত-শোক-বেদন

আশার আলোকে হেরিয়া মানব
নবীন মধুর চিত্র,—
প্রহেলিকা যত,—ধাইছে সংসারে
আশার দিবস রাত্র।

মাতা সন্তানের শোক-দাব-দাহ
আশায় চাহিয়া ভুলে,
পতি পত্নীশোকে, পত্নী পতির-
অভাব-জনিত শূলে।

আশা ঈশ্বরের স্থিতিস্থাপকতা
কার্য্য করিবার তরে ;
আশা-ঈশ্বরদূত বেশে তাই
ফিরিছে সদা সংসারে।

সকল বৈষম্য সাম্য করাই
তাহার প্রধান কাজ।
তার কাছে নাই রোগ. শোক. ভয়,
মান, অপমান. লাজ।

* * * * *

আমি—যাইবার আগে সংসারের কাজ
কষ্টে করিতে দেখিতাম তায় ;
কম্পিত দেহ, বিশুষ্ক বদন,
অসক্ত অলস অবশ প্রায়।

দাঁড়াতে বসিত, বসিতে মাটিতে
এলায়ে পড়িত দেহ।
কি বিষম বিষ পশেছিল দেহে
বুঝিতে ছিলনা কেহ!

আমি জিজ্ঞাসিলে কিছু বলিতনা;
বলিত "কিছুই নয়।"
জানিতাম আমি প্রকৃতি তাহার;
পরাণে হইত ভয়।

স্ত্রী জাতির এক সাধারণ রোগ
প্রকৃতি গত,
অসুখ হইলে প্রকাশ করিতে
যেনই কত

কষ্ট তাহাদের হয় বা পরাণে,
কত লজ্জা অপমান!
কিছুতে প্রকাশ শরীরের গ্লানি
করেনা গেলেও প্রাণ।

শেষে যবে হয় ব্যাধি অসাধ্য,
প্রকাশ হইয়া পড়ে।
প্রাণ নিয়ে শুধু টানা টানি করা
তখন প্রাণের ডরে।

উদ্দেশ্য ইহার বুঝিতে না পারি,
রমণীর কিবা পণ,
কেনবা এমনি করিতে প্রস্তুত
অনর্থক বিসর্জ্জন

আত্ম জীবন অপরের তরে ;
ম'লেও কষ্ট দিতে
চায়না অপরে—আত্ম-সুখতরে—
জ্ঞান বিশ্বাস মতে।

হিন্দু রমণীর হেন আত্মত্যাগ,
এ হেন ধর্ম্ম মহান্,
বাঁধিয়া রেখেছে আজিও জগতে
আমাদের মৃত প্রাণ।

প্রতি কার্য্যে তার আত্ম-স্বার্থত্যাগ,
প্রতি কার্য্য তার পরের তরে ;
পরকে আপন আপনারে পর
এমন জগতে কেহ না করে।

রোগে শোকে বন্ধু, জীবনে মরণে
হিন্দুর রমণী গৃহের সার।
সংসার-শয্যায় মায়ায় দয়ায়,
জগতে এহেন নাহিক আর।

কাঁটাটী ফুটিলে বক্ষ ভাসিয়া
অজস্র অশ্রু ঝরে।
কোন অমঙ্গল শব্দ শুনিলে
আছাড়ি পাছাড়ি মরে।

যখন যে বস্তু কার্য্যে তোমার
হবে প্রয়োজন,
তুমি না জানিতে জানিয়া রেখেছে
করি আয়োজন।—

যখন যা চাও,—একটী মুহূর্ত্ত
তোমার হবেনা দেরী,—
দেখিবে সম্মুখে রয়েছে প্রস্তুত !
ধন্য, ধন্য হিন্দু নারী !

মরণের পরে মৃত শরীরে
কেহ করে অবস্থান।
কেহবা অনলে শরীর সঁপিয়া
দেখাত সতীত্ব মান।

দেখায় জগতে—তার বিশেষত্ব
তাহার অস্তিত্ব কিছুই নয়।
পুরুষই তাহার জীবন মরণ ;
তার সুখ দুঃখ সকলই লয়

হয় তার সনে ; পরে যে ক'দিন
ধরায় জীবিত রবে,—
সেই এক ধ্যান, সেই এক জ্ঞান,
সেই এক চিন্তা হবে।

ধিক লজ্জা, ধিক পুরুষ তোদের !
অকৃতজ্ঞ জীব তোরাই যত ;
পত্নী-বিয়োগে দারপরিগ্রহ
করিস্, দু'দিন না হ'তে গত !

এ হেন ব্যবস্থা—হীন স্বার্থময়—
ধরা ব্যাপ্ত করি রমণী-ধর্ম্মে
করিয়াছে ঘোর কলঙ্ক অর্পণ ;
পিশাচের হেয় এ হেন কর্ম্মে।

এক দিকে পূত নিঃস্বার্থ-ধর্ম্মের
অচল অভয় আপন-দান।
অন্যদিকে পূতিগন্ধ পার্শ্বেতার
চঞ্চল কপট তোদের প্রাণ !

* * * * *

আমি—যাইবার কালে গলাটী ধরিয়া
বলিল আমারে—প্রান্ত,
আমার শরীর বড়ই অসুস্থ ;
সকালে আসিও কিন্তু।"

"যদি পার এ'ন জীবন্ত মৎস্য—
কৈ মজগুর কিম্বা জিয়াল।
কিছুই খাইতে পারিনাকো আমি।
মোর মাথা খাও—সকাল সকাল

চলিয়া আসিও,—দেরী করিও না,—
এলাহাবাদের
তরমুজ্ দু'টী পারত আনিও,—
অল্প দামের।

বড় টানি টানা পয়সা কড়ির ;
কেমনে চালাবে তুমি ?
থাক্, কাজ নাই, আনিওনা কিছু ;
খাইতে চাহিনা আমি।"

আমি বুঝিলাম, দুঃখিনী আমার
গর্ভিণী ; খাইতে তার
হইয়াছে সাধ তাই বুঝি এবে !
জীবনে কখন, আর

মুখটি ফুটিয়া কিছুইতো মোরে
বলেনি এমন ;
বসন ভুষণ খাবার লাগিয়া
কোনও যতন

ছিলনা তাহার। কষ্টের সংসার,
কষ্ট করিতে আসিয়া,
অভুক্ত থাকিয়া, ছিন্নবস্ত্রে দুঃখে
জীবন গিয়াছে কাটিয়া!

শাঁখার উপরে চুড়িটী পরিতে
কভু ইচ্ছা করে নাই।
সদা চিন্তা তার, দিবস রজনী
বলিত মোরে সদাই,
"দিনের লাগর (১) পাইলে কত কি
করিবে আমার জন্য।"
অন্য চিন্তা তার আছিলনা কিছু;
আর না জানিত অন্য।

* * * * *

দীর্ঘ কালনিশি হইল প্রভাত,
রুগ্ন শয্যায়
দেখিলাম তারে, পার্শ্বে বালিকা,—
সর্ব্বদেহ ময়
উঠিয়াছে "মাতা" (২)! সহসা আমার
পরাণ উঠিল কাঁদিয়া।

(১) লাগর পাওয়া=পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য শব্দ। অর্থ—ধরিতে পারা। কলিকাতায় ইহাকে 'নাগাল পাওয়া' বা 'লাগাল পাওয়া' বলে।

(২) মাতা—বসন্ত। হিন্দুস্থানীদের দেশে গ্রাম্য ভাষায় "বসন্ত"কে "মাতা" বলে। মাতা নিক্‌লা=বসন্ত উঠিয়াছে। অনেকে ইহাকে "মহারাণীকা দয়া" বলে।

রৌদ্র-আলোকে আনিয়া তাদেরে
দেখিনু পরীক্ষা করিয়া।

ঠিক্ বুঝিলাম "হাম্" সেতো নয় ;
সেতো নয় "জল বসন্ত",—
যাহা একবার হয়েছিল তার ;
দেখিলাম দেহে অনন্ত

উঠিয়াছে তার, আর বালিকার।
উঠিল হৃদয় কাঁপিয়া ;
কাছে কেহ নাই, কারে বা দেখাই ?
কেইবা যতন করিয়া

করিবে এদের শুশ্রূষা সেবা ;
মা প্রভৃতি কেহ নাই।
একমাত্র আমি, দুইটী রোগীরে
কেমনে বা সামলাই।

বহু চিন্তা করি দেখিলাম আর
নাহিক উপায় অন্য।
বাঁধিলাম বুক অদম্য সাহসে
কর্ত্তব্য পালন জন্য।

বুঝিলাম সর্ব্ব ভূত ভবিষ্যৎ,
আপদ বিপদ ভাবনা।
হৃদয়ে আমার সাহসের জোরে
হইল অপূর্ব্ব ধারণা ঃ—

প্রাণ যায়, তবু করিব চেষ্টা।
পরের সেবায় কত
দিন রাত্রি যায়; প্রলেপের প্রায়
থাকি পর-সেবা-রত।

এবার পড়েছে আপন স্কন্ধে;
কি চিন্তা তাহার লাগি?
থাকিব একাকী পার্শ্বে উভয়ের;
দিবানিশি র'ব জাগি।

ডাক্তার আসিল; বন্ধু বান্ধব
আরও আসিল কত।
যা যাহার সাধ্য সাহায্য আমারে
করিয়া বন্ধুর মত,

লাগিল করিতে চেষ্টা প্রফুল্ল
রাখিতে আমার মন।
আমি দেখিতাম কত বিভীষিকা;
যেন কত দরশন

দিত হৃদয়েতে অমঙ্গল ছায়া!
এক পার্শ্বে প্রণয়িনী,—
অপর পার্শ্বেতে বালিকা আমার,—
মধ্যেতে আমি আপনি।

দোহার চীৎকারে, কাতর আহ্বানে,
পরাণ কাঁদিত মোর,
চিন্তার বিঘোরে সদা অবসন্ন;
হায়রে মায়ার ডোর

করি ছিন্ন যদি যায়রে ইহারা
কেমনে রাখিব প্রাণ
শূন্য গৃহে আমি? কেই বা আমারে
করিবেরে পরিত্রাণ

এ বিপদ হ'তে? "কোথা দীনবন্ধু,
কোথায় দীনশরণ"
কাতর পরাণে ডাকিতাম কত;
করিতাম আকিঞ্চন

শুধু মাত্র তুচ্ছ করিয়া প্রাণটী
ফেলিয়া যাইতে ছাড়ি।
দরিদ্র-সম্বল—একমাত্র বল—
আমার পরাণেশ্বরী!

আর—সন্তান আমার একমাত্র অই,—
মোদের যত্নের ধন।
একটী হারায়ে পাইয়াছি ওরে!
কোথা হে মধুসূদন,

রক্ষা কর মোরে এ ঘোর বিপদে ;
মহাপাপী আমি যদিও.
প্রেয়সীর মোর ধর্ম্ম আচারে
সংসার আমার রাখিও।

কত আরাধন! কতই যতন
করিতাম আমি তাহাদের।
হস্ত-বিলেপন, কভু আলিঙ্গন,
কভুবা সংস্থান আহারের।

দিন দুই তিন পরে একদিন
কহিল আমারে প্রেয়সী,
দুই বাহু দিয়া যতন করিয়া
আদরে আমারে পরশি,—

"ভয় পাইয়াছি, প্রাণরে আমার,
বাড়ীতে ছিলেনা তুমি।
গত শনিবারে ছাতের উপরে
(১) মাস্তু (২) ধুব্রি ও আমি

আছিনু শুইয়া ; (৩) ধুরী খোলা ছাতে,
আমরা ঘরের ভিতরি।
দেখিনু জাগ্রতে—ভীষণ-দর্শন—
মাথায় বাঁধিয়া পাগরি,

(১) মাস্তু=লাবণ্যময়ী—আমাদের কন্যা (২) ধুবরি=চাকর। (৩) ধুবরীকে লাবণ্য ডাকিত "ধুরী, আমরাও তাই আমোদ করিয়া সময় সময় তাহাকে "ধুরী" বলিতাম।

তারটী ধরিয়া দাঁড়াইয়া যুবা
বয়সে তোমারই সম ;
কিছুক্ষণ পরে অদৃশ্য হইল!
এখনো হৃদয় মম

কাঁপিছে স্মরিতে করাল বদন—
তাহার, যেন বা গ্রাসিতে আসে
যে দিকে নেহারি যেন সেই দৃশ্য
রয়েছে দাঁড়ায়ে আমার পাশে!

চমকি উঠিয়া ডাকিনু সভয়ে
"ধুররী, ধুররী" করিয়া ;
জাগিল সত্রাসে সে'ও শয্যা ত্যজি
"কি, কি হয়েছে ?" বলিয়া :

"না, কিছুনা" বলি আবার চিত্তে
করিনু সুস্থির আমি।
কিছুক্ষণ পরে পুনঃ দেখিলাম,—
জানেন অন্তরযামী

কি ভয়ে বিহ্বল হয়েছিনু, প্রাণ ;
পরাণ আমার শিহরে!—
দেখিলাম যেন রহিয়াছ তুমি
বসিয়া আমার শিয়রে ;

তুমি রহিয়াছ বিদেশেতে, তবু
এ ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া
ভয়েতে অথর্ব্ব হইয়া রহিনু,
চক্ষু বদন ঢাকিয়া।

সকলি সহসা হইল অদৃশ্য;
আমার হইল জ্বর।
সর্ব্ব শরীর সারাটী রজনী
অবিরত থর থর

করিয়া কাঁপিল; প্রভাতেই মোর
অসুখ বাড়িল অতি।
আশা-পথ-পানে রহিনু চাহিয়া
তোমার মূরতি প্রতি।"

ছাড়িনু নিশ্বাস শুনি; কিন্তু তারে
কহিনু গম্ভীর স্বরে,
"কিছু নয়; চিন্তা শুধু মাত্র তোর
একাকী শয়ন ক'রে।"

অজ্ঞাতে তাহার ধূব্রীও মোরে
কহিল তাহার পরে,—
সেও দেখেছিল পাগরি মাথায়
দু'হাতে ভারটী ধ'রে

দাঁড়াইয়া এক পূর্ণ যুবক ;
কহিছে তাহারে ডাকিয়া—
"ধুব্‌রি, ধুব্‌রি, একগ্লাস দেও
খাইবার জল আনিয়া !"

ঠিক সেইক্ষণে বিজন তাহারে
চকিত সভয়ে ডাকিল।
সেও ভয়ে ভয়ে সে রাত্রি সেখানে
কোনরূপে পড়ি রহিল।

আরো কত কত ভৌতিক দৃশ্য
বলিল দেখিয়াছিল।
সমস্ত শুনিয়া আতঙ্কে আমার
শোণিত শুষিয়া গেল !

পরস্পর তারা—কেহ কাহাকেও
কখনো বলেনি ইহা ;
অথচ দু'জনে একই প্রকারে
বর্ণনা করিল যাহা,

তাহা দেখিয়াছে—ঠিক একরূপ !
সত্য কি গো তবে এই
ভৌতিক দৃশ্য,—জাগ্রত-স্বপন ?
মিথ্যা কি নহেক সেই

ভীষণ-দর্শন? পড়িল বজ্র
মস্তকে আমার।
ভূত ভবিষ্যৎ ভাবি ধীরে ধীরে
প্রাণ হাহাকার

করিয়া উঠিল। ক্ষণিক চিত্তে
দুর্ব্বলতা দেখা দিল।
ডাকিলাম "মালি *". ডাক্তার কত,
তারাও চেষ্টা করিল।

কত বন্ধু কত করিল সাহায্য;
দেবতার আশীর্ব্বাদ
কত কি আসিল; কিছুতেই কিছু
হইলনা। পরমাদ

গণিলাম চিত্তে, চিন্তিয়া বিপদ
আসন্ন সম্মুখে মোর।
করিতে লাগিনু অজ্ঞাতে সবার
কাঁদিয়া রজনী ভোর।

---

* মালি—আমাদের দেশে যেমন "টীকাদার" ঠাকুররা (যাহাদিগকে আমরা 'কবি' বলি) বসন্ত রোগের চিকিৎসা করেন, সেইরূপ পশ্চিমে 'মালি' পূজা দেয় ও ঝাড়িয়া দেয়। ইহারা ঔষধ দেয় না। এ কাজে "মালি" ছাড়া অন্যের অধিকার নাই। মালি বলিতে আমাদের দেশে যাহাকে "মালাকর" বলি তাহা বুঝায় না।

দিলাম সংবাদ তারযোগে আমি,
মায়েরে—আসিতে সত্বরে।
দুই পার্শ্বে দু'টী বসন্তের রোগী
লইয়া অকুল পাথারে

পড়ি, জ্ঞানহীন, অসাধ্য সাধন
করিতে লাগিনু যতনে,—
যদিবা আমার প্রাণটীও দিয়া
বাঁচাইতে পারি দু'জনে।

* * * *

বাড়িতে লাগিল ক্রমেই তাদের
নিত্য নূতন যাতনা।
সর্ব্ব অঙ্গ ছাইল সে বিষে;
অধীর অস্থির বেদনা

সহিতে না পারি, অবিরত তারা
করিত উচ্চে চীৎকার।
আমারো পরাণ সদাই কাঁদিত;
করিতাম হাহাকার।

ক্রমে যতদিন বাড়ে, তত ক্ষীণ
হইতে লাগিল প্রাণ।
বুঝিল বিজন—এই তার শেষ—
আর নাই পরিত্রাণ।

কত আপ্‌শোষ করিতে লাগিল !
কত কি আশার রেখা !
আত্মীয় স্বজন কাহারো সঙ্গেতে
আর তো হবেনা দেখা ! !

"আহা রে ! একটু বাড়ীতে যাইতে
নাহি পারিলাম আর !—
বড় আশা ছিল সকলে একত্রে
বাড়ী যাব একবার ! !"

ইত্যাদি কতই কাতর উক্তি,—
রোদন চীৎকার কত
করিত ; আমার আপেক্ষে তাহার
হৃদয় ক্ষত বিক্ষত

আরও হইত, তুষানল সম
জ্বলিত দিবস নিশি।
তবু—সমভাবে আমি এক শয্যা' পরে
রহিতাম একা বসি।

নিত্যই জিজ্ঞাসা করিত আমারে—
মা মোর আসিবে কবে ;
দেখিলে তাঁহারে বুঝিবা যাতনা
কিছু উপশম হবে।

অথবা বুঝিবা কিছু বলিবার
সাধ ছিল তাঁর কাছে।
হায়রে! পরাণে কত গুপ্ত আশা,
তখনো তাহার আছে!

তখনো আমার ছিল কিছু আশা,
পারিব বাঁচাতে তারে।
কু-লক্ষণ কিছু তখনো হয়নি;
বাঁচিলে বাঁচিতে পারে।

কত—আশায় প্রলুব্ধ ভবিষ্যৎ ছবি
করিতেছি দরশন;
সহসা দেখিনু কণ্ঠস্বর তার
হয়েছে পরিবর্ত্তন।

বসিয়া গিয়াছে কমকণ্ঠস্বর।
"হায়রে, অভাগী মোর,"
বলিয়া কাতরে বক্ষে করাঘাত
করিয়া কহিনু "তোর

এই ছিল কিরে কপালে লিখিত!
তাই সব কু-লক্ষণ,
একে একে আজি আসিয়া সকলে
দিতেছেরে দরশন!"

গর্ভবতী সতী ; কত আশা প্রাণে
পুত্র-মুখ নেহারিবে।
দীর্ঘ আশা তার—পূর্ব্ব-শোকস্মৃতি
এইবার পাশরিবে।

আশায় তাহার পড়িবে কি ছাই ?
ভাবি তাই সদা মনে,
কাঁপিয়া উঠে যে হৃদয় আমার !
আর আমি কার সনে

তেমন করিয়া ফিরিব সোহাগে
সম বয়সীর মত ?
পত্নী মোর সখা,—সেত বন্ধু মোর !
আমারে আদরে কত

লইয়া যতনে করিত সোহাগ ;
আমি উন্মত্ত তাহারে
সম বয়সীর মত নিশিদিন
দেখিতাম ; সেও আমারে

দেখিত তেমনি ; এইরূপে মোরা
দীর্ঘ একাদশ বর্ষ
কাটিয়া দিয়াছি হেলায় খেলায় ;
দুঃখেও মোদের হর্ষ

সতত হইত। যদিও কখনো
অনাহারে মোরা থাকিতাম,
তথাপি দু'জনে মনের হরষে
অতি সুখে কাল কাটিতাম।

পর্ব্বতে পর্ব্বতে—তীর্থে তীর্থে—
পুণ্যময় স্থান দেখিয়া,
দুই-জনে মোরা—সদা গলাগলি—
রয়েছি আনন্দে মজিয়া।

*　　*　　*　　*

আজি একে একে গত জীবনের
সর্ব্বস্মৃতি হৃদে আসি,
আমারে পাগল করিয়া তুলিল।
হায়রে সরবনাশি,

আমারে পাগল করিয়া যাইতে
কাঁদিবে না তোর প্রাণ!
এত ভালবাসা—আত্মহারা প্রেম—
কাহারে করিয়া দান

যাবিরে বিদেশে প্রিয়তমে মোর!
সে দেশে কি কেহ আছে?
সে দেশে কি কেহ "প্রাণ" বলিয়া
সোহাগে আসিবে কাছে?

সে দেশে কি কেহ নিত্য আদরে
বসাইয়া অঙ্কোপরে,
হাসিয়া মধুরে গলাটী ধরিয়া
যতনে সোহাগ করে ?

যদি করে, তবে আমারেও, প্রাণ,
নিয়ে যে'ও সেই দেশে ;—
একাকী জগতে নারিব রহিতে !
সাহারার হা হুতাশে

দিবানিশি দগ্ধ হইবে হৃদয় !
কেমনে সহিব ? প্রাণ,
মোর মাথা খাও, যে'ওনা ছাড়িয়া !
কিবা দুঃখ অপমান

হইয়াছে তব—অসহ্য, যাহার
সহিতে পারনা আর ?
তাইতো বাসনা যাইতে ছাড়িয়া
দুর্গতির এ সংসার।

* * * * *

এইরূপে আরো এক আধ দিন
কাটিলাম ; কিন্তু ক্রমে আরো লীন

হইতে লাগিল; সোণার বর্ণ
হইল তমসোময়।
শক্তি-সামর্থ্য সকলি তাহার
হইতে লাগিল লয়।

পার্শ্বে বালিকা,—অভ্যাস তাহার
দিবানিশি তার থাকিতে কাছে
আহা!—তিন বছরের ক্ষুদ্র বালিকা,
মাতৃসম তার আর কে আছে?

সে চাহিত সদা, যদিও তাহারো
উঠিবার শক্তি ছিল না,
মা'র কোলে যেতে, তার বক্ষে থেকে
ঘুচা'তে তাহার যাতনা।

সেত বুঝিত না—তাহার মায়ের
আরতো সে শক্তি নাই,
যে শক্তির বলে লক্ষ অত্যাচার
সহিয়া, তারে সদাই

রাখিয়া আপন সুখময় বুকে,
সব দুঃখরাশি তার
হরিত যতনে, মাতৃস্নেহ-স্রোত
কি অমৃত অমরার!

সে তো বুঝিত না—অর জীবনের
সব সুখ—সব আশা
যাইতে চলেছে ; আর এইরূপ
পূর্ণ স্নেহ-ভালবাসা

কোথায় পাইবে জীবনে তাহার ?
হায়রে মায়ের স্নেহ !
তাঁহার সমান আর এ জগতে
ভাল কি বাসিবে কেহ ?

কি দুঃখ তাহার, শৈশবে যাহার
জননী মরিয়া যায় !
আজীবন তার একটী অভাব
সমান রহিবে। হায়,

তাহার জীবনে ম্লান সুখগুলি,—
সর্ব্বস্ব তাহার ম্লান।
জগতের সর্ব্ব সুখ-শান্তিগুলি
করিলেও তারে দান,

তাহার প্রাণের সে অভাব-ছায়া
রহিবে জীবন ভরিয়া।
তেমন স্বর্গের মন্দাকিনী খানি
কে দিবে তাহারে আনিয়া ?

মা'র প্রাণও টানে সন্তানের পানে
সে রূপে বিশ্ব মোহিয়া।
"সন্তানের তরে জননীর প্রাণ"
এ কথা নূতন করিয়া

কাহারেও আর বলিতে হয় না।
সকলেই তাহা জানে,—
সন্তানের দুঃখ কি বজ্র-বেদন,
কিবা শক্তিশেল হানে

জননীর বক্ষে ; লক্ষ আলিঙ্গন
করিলেও তাহা যায় না।
পতি-ভ্রাতৃ-প্রেম—পিতার মাতার—
তার সম কিছু হয় না।

আমি দেখিতাম, যখনি বালিকা
তাহার নিকটে যাইত,
সে—শুধু বিরক্তির ভাব প্রকাশিয়া
"ভ্যান্ ভ্যান্" করি কাঁদিত।

বলিত আমারে, "সহিতে পারিনা
আর ওর অত্যাচার।
দিবা নিশি ঐ এক ভাব ওর ;
কত বা সহিব আর !"

*   *   *   *

এইরূপে আরো কত কি প্রকারে
পলে পলে প্রাণে জাগিত,—
এই বিপদের সময়ে আমার
মা যদি এখানে থাকিত,

তা হ'লে পাগল এইরূপে আমি
বুঝি—নাহি হইতাম।
তাঁহারে রাখিয়া পার্শ্বে ইহাদের,
একবার কাঁদিতাম

পরাণ ভরিয়া,—বাহিরে যাইয়া!
হায়রে কেমনে বিরহ
আজীবন আমি সহিব এদের?
কেমনে যাতনা দুঃসহ,

এদের অভাব সত্য যদি হয়,
আমার পরাণ সহিবে!
যতদিন প্রাণ এ দেহে রহিবে,
তত দিন ধরি জলিবে!!

ভূত ভবিষ্যৎ ভাবিলাম সর্ব্ব,
ভাবিলাম বর্ত্তমান।
সহসা বজ্র-গভীর নিনাদে
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ।

অবশ অঙ্গ অলস উৎসাহে
করিলাম নিরীক্ষণ,—
যে ভয় আছিল—সেই তাও অই ;—
দেখিলাম * রক্ত-প্রস্রবণ !

আজিও আমার হস্ত পদ গুলি
কাঁপিছে সে স্মৃতি স্মরিয়া ;—
পূর্ণ আবেগে প্রেয়সী আমার
ধরিল গলাটী জড়িয়া।

বুঝিল অভাগী—"রক্ত দেখিয়া
আমার হতাশ প্রাণ।"
কি বুদ্ধির খনি ! কিবা শক্তি তার !
আমার হৃদয় খান

দেখিতে পারিত মু'খানি ভিতরে,
যেন দর্পণের মত।
আমার হৃদয়, তার কাছে, মোর
মুখেতে ছিল অঙ্কিত।

বলিল "কি ভয় ? ভয় নাই কিছু ;
নিশ্চয় সারিয়া উঠিব।
আবার দু'জনে—এক মন-প্রাণে
মিলিয়া মিশিয়া রহিব।"

* স্বরভঙ্গ ও রক্তপ্রস্রবণ বসন্তের রোগীর অসাধ্য লক্ষণ বলিয়া গণিত হয়।

অতি কষ্টে কষ্ট বক্ষে করি লয়,
সহিতে হইল সেই সমুদয়
প্রাণের উপর অসহ্য আঘাত।
বুঝি তার কাছে কোটী বজ্রপাত
তার তুলনায় কিছুই নয়।

হারাইনু চিন্তা, হারাইনু জ্ঞান,
হারাইনু শক্তি, বুঝিবা পরাণ;—
কঠিন পাষাণ হৃদয় আমার
হইয়া রহিল,—কভু যে প্রকার
যদি কোন বৃক্ষে বজ্রপাত হয়।

কি যেন অসীম অনন্ত শকতি,
প্রাণহীন মোর হৃদয়ের গতি
করিয়া আপন উদ্দেশ্যে চালিত,
করিতে লাগিল আমারে ধাবিত;
তাহারি লক্ষ্যে ছুটিলাম তাই।

আমি ভুলিলাম অস্তিত্ব আমার,
আমি ভুলিলাম আহার বিহার,
আমি ভুলিলাম বিশ্বের সবারে,
বুঝিলাম এই বিশ্ব-সংসারে
আমার বলিতে কেহই নাই!

আমার করুণাময়ী, আমার জীবন খানি,
আমার প্রীতির ফুল্ল-মুখখানি টানি আনি
কখনো বক্ষের পরে, কখনো মুখের পর।
বরিষার ধারা সম ঝরে অশ্রু ঝর ঝর।

আতঙ্কে কখনো উঠে কাঁপিয়া আমার প্রাণ!
ঊর্দ্ধে করি করযোড়, ভাসাইয়া বক্ষখান,
ডাকি মোর পরাণের একমাত্র দেবতারে,
উন্মত্ত আবেগ ভরে,—উন্মত্ত হাহাকারে,—

"হে আমার ভগবান, হে মোর জীবনদাতা,
ওহে পিতঃ, হে বিধাতঃ, জগতজননী মাতা,
একবার ফিরে চাও! গলে যায়, ভেসে যায়!
আমার সোনার তরি অকূলে ডুবিল হায়!!

যায় ঐ,—ঐ যায় ডুবিয়া সর্ব্বস্ব, আর
কি রহিবে—কে রহিবে— শুনি মোর হাহাকার
"পাগল" বলিয়া যেবা পার্শ্বে আসি দাঁড়াইয়া,
দুই করে মুছাইবে প্রীতির আঁচল দিয়া

চক্ষু মোর, বক্ষ মোর, হৃদয়ের অশ্রুধার?
কে রহিবে পার্শ্বে শান্তিসুখপূর্ণ অনিবার?
ক্রমে নিশি আসে যায়, ক্রমে হয় ক্ষীণ।
আমার আশার আলো আঁধারে বিলীন।

আমি উন্মাদের মত সদা পার্শ্বে বসি তার,
কভু হেরি মুখখানি, কভু করি হাহাকার!
উন্মত্ত আবেগে চাই হৃদয় করিতে দান;—
ভেঙ্গে যায়—ভেসে যায় আমার হৃদয় খান।

মনে ভাবি কত কথা বলিব, বলিবে সেই।
কার্য্যকালে দেখি মাত্র কিছু যেন মনে নেই।
সেই মুখখানি—সেই অর্দ্ধ-নিমিলিত আঁখি,
কখনো বদনে বক্ষে, কখনো শয়নে রাখি,

শুনি তার করুণার তীক্ষ্ণ তীব্র হাহাকার।
ভাবি শুধু কি বলিব;—কিছুইতো নাই আর!
বলি বলি বলি ভাবি, বলা কভু হয়না।
সেওতো উন্মুক্ত প্রাণে কোন কথা কয়না!

হায়রে মানব মন! যায় রবি অস্তাচলে,
তথাপি দিনের আলো আছে ব'লে কুতুহলে
করে কত আনন্দের প্রমোদ আহ্বান!
ভাবেনা বুঝেনা কবে হবে অবসান

আঁধারের কালিমায় তাহার আনন্দ-হাসি;—
প্রীতির পরাগপূর্ণ সুন্দর সুষমারাশি।
ভাবে, বুঝি অনন্তের অন্ধ অকাশের গায়
সুখ শান্তি চিরদিন এইরূপে থেকে যায়।

* * * *

পার্শ্বে বালিকা মোর—ক্ষুদ্র ফুল্ল ফুল মম—
যাতনায় বেদনায় অনাথ শিশুর সম
করিতেছে হাহাকার ;—জননী বধির তায়!
কে আর লইবে বক্ষে? ঐতো রে অস্ত যায়

তাহারো জীবন-রবি ;—জীবনের সুখ-আশা।
অজ্ঞাতে চলিয়া যায় শান্তি, হাসি, ভালবাসা!
জানিলনা— বুঝিলনা—তাহার জীবনে আর,
তেমন সুখের হাসি হাসিতে হবেনা তার।

আমি উভয়ের পানে করি নিরীক্ষণ,
জাগ্রতে সতত হেরি স্বপন ভীষণ।
উন্মাদ আতঙ্কে প্রাণ শুকিয়ে উড়িয়া যায়।
শূন্য দেহখানি শুধু করে সদা হায় হায়।

উষায়—সন্ধ্যায়--আমি ধূপ ধুনা জ্বালি,
আরতির মত ;
পরিষ্কারি গৃহ খানি, পরিষ্কারি পার্শ্বতার,
কাঁদি অবিরত!

নিশিদিন ততবার—যত বার মনে লয়—
শয্যা দুই খানি
বদল করিয়া দেই ; পরিষ্কারি সর্ব্ব অঙ্গ
বক্ষে টানি আনি।

যখনি বদন পানে করি নিরীক্ষণ,
তখনি নেহারি তার বিচলিত মন।
বিশুষ্ক হৃদয়ে করি সান্ত্বনা প্রদান।
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে করুণ আহ্বান।
এইরূপে পরস্পর আপন গোপনে
পরস্পরে রাখি শান্ত—আত্ম-বিস্মরণে।

* * * *

কৃষ্ণা তৃতীয়ার নিশি ধীরে ধীরে ধীরে,
জাগ্রত-স্বপনে ঢাকি বদন সুন্দর,
প্রফুল্ল-নলিনী-মুখে হাসি বিমলীন,
কে জানে কাহার পানে হ'ল অগ্রসর।

পশু পক্ষী শোকে তার উঠিল চীৎকার করি,
করুণ রোদন
জাগ্রত করিল বিশ্বে; প্রকৃতি খুলিয়া আঁখি
করিল দর্শন

তনয়ার চক্ষে বক্ষে অজস্র অশ্রুর ধারা,
বিমর্ষ বদন।
শত বাহু প্রসারিয়া, শত আঁখি পাখরিয়া,
করি আলিঙ্গন,

লইল তাহার মুখ আপন বক্ষের মাঝে,
ঢাকিয়া সুন্দর।
অজস্রে বহিল অঙ্গে জননীর অশ্রুধারা—
ঝর ঝর ঝর।

তখনো জাগ্রত আমি; তখনো আমার
নখাগ্রও স্পর্শে নাই নিদ্রার বিকার।
তখনো জাগ্রত মোর প্রাণের পুতুল দু'টী;—
আমার নলিনী খানি, বিদগ্ধ-বদন,

আরক্তিম নেত্রোৎপলে চাহিয়া আমার পানে,
তখনো করিতেছিল অশ্রু-বরিষণ।
আর বাক্যের প্রলাপ!
আদি নাই—অন্ত নাই তার সে কথার কিছু;—
কতই বিলাপ!

বসিয়া শয্যার 'পরে, যুক্ত করি কর,
ঊর্দ্ধে প্রসারিয়া বাহু—"দয়াল ঈশ্বর,
যে বিপদ-সমুদ্রের করাল বদন,
উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত, করিয়া বেষ্টন
রহিয়াছে প্রসারিত সম্মুখে আমার,
হবেনা কি সে সমুদ্রে শান্তির সঞ্চার?

নিতান্ত কি দিনমণি দিবা দ্বিপ্রহরে,
অস্তাচলে করি আরোহণ,
ডুবাইয়া বিশ্ব মোর ভীষণ প্রলয় অঙ্কে,
অনন্ত আঁধারে ঘন—হইবে মগন?"

ইত্যাদি কতই মত প্রার্থনার অশ্রুজলে
ধুইয়া চরণ,
দয়াময় পদপ্রান্তে রাখিয়া বদন বক্ষ,
করিনু রোদন।

শুনিল না, মানিল না করুণ রোদন মম
কেহ,—করিল না মোরে সান্ত্বনা প্রদান।
হতাশ পরাণে চাহি বিদগ্ধ আকাশপানে,
ধীরে শয্যা করি ত্যাগ করিনু উত্থান।

ক্রমে বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িল দিনের আলো,
বালসূর্য্য বিমল-কিরণ।
আমি পুনঃ পার্শ্বে তার আসিয়া বসিনু শীঘ্র
প্রাতঃকৃত্য করি সমাপন।

আমার প্রাণের মাঝে বহিল প্রলয় ঝড়।
ভীষণ দর্শন,
দেখিতে লাগিনু মোর মানসে সতত আমি—
কত কুলক্ষণ।

ভয়ে ভীত, সচকিত নয়নে তখন,
করিলাম নিরীক্ষণ তাহার বদন।
আনিয়া বক্ষের মাঝে দগ্ধ চন্দ্রমুখ,
জিজ্ঞাসিনু তায়—
"কি বলিবে ব'লেছিলে, পরাণ আমার,
বলনা আমায়।"

ধীরে বক্ষ ভাসাইয়া অজস্র অশ্রুর ধারা
বহিল আমার।
মৃতপ্রাণা দুঃখিনীর প্রতপ্ত অশ্রুর ধারা
বহিল আবার।

সে অশ্রুর অন্তরালে কত যে নিরাশ বজ্র
করিনু দর্শন !
হৃদয় ফাটিয়া বুঝি তপ্ত গৈরিকের ধারা
হ'ল বরিষণ !!

সে অশ্রুর অন্তরালে কি বিদায় বজ্রধ্বনি
করিয়া চীৎকার,
আবদ্ধ করিল এক সুতীব্র বিদগ্ধ বিষে
হৃদয় আমার !

প্রাচীরে চিত্রিত প্রায় তেমনি দু'জন
রহিলাম বহুক্ষণ, করি নিরীক্ষণ
উভে উভয়ের মুখ, চক্ষু বক্ষখানি,
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে বক্ষে টানি আনি।

* * * *

ক্রমে সম্বরিনু বজ্রভীম প্রহরণ, মোর
বিরস বদন
অনিমেষ নেত্রে সেই অর্দ্ধ-নিমিলিত আঁখি
করিল দর্শন।

ভেসে গেল, ডুবে গেল যেন রে আশার রবি,
পরাণ আমার
কাঁপিয়া উঠিল এক প্রদাহিকা শক্তিবলে
করি হাহাকার।

পুনঃ—বক্ষে করি রহিলাম কতই আদরে।
কত কথা জিজ্ঞাসিনু উদ্ভ্রান্ত অন্তরে।
কিছুই উত্তর মোরে করিল না দান।
“বলিব বলিব” বলি আশ্বাস প্রদান
করিয়া রাখিত মোরে সদা সর্ব্বক্ষণ ;
আমি শুধু করিতাম হতাশ রোদন।

* * * *

বাড়িয়া উঠিল বেলা ক্রমে দিবা দ্বিপ্রহর,
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-তেজ ব্যাপিল গগন।
অনলের শিখা মাখি সর্ব্ব অঙ্গে বিষময়,
সজোরে বহিল গর্ব্বে মধ্যাহ্ন পবন ।

আমি রুদ্ধ করি দ্বার বসিনু তাহার পার্শ্বে,
চিন্তায় বিব্রত,—ভাবি দীর্ঘ পূর্ব্বাপর ;
কি ছার মিছার আশে উনমত্ত নিশিদিন,
হেরিছে মানব গর্ব্বে গর্ব্বিত অন্তর !

সহসা পড়িল বজ্র ভাঙ্গিয়া আমার শিরে,
করিনু দর্শন—
আমার আশার রবি যায় ঐ অস্তাচলে !
উন্মিলি নয়ন,

করি তারে “শিবচক্ষু”, রুদ্ধ করি শ্বাস,
সহসা করিল বন্ধ নিশ্বাস প্রশ্বাস।

জানে নাই—বুঝে নাই, জানি নাই বুঝি নাই—
সহসা এ হেন ভাব হইবে তাহার!
অকস্মাৎ-বজ্রপাত-বিহ্বল পথিক সম
অবশ অথর্ব্ব হ'ল হৃদয় আমার!!

ভাবিলাম এই শেষ,—এই অস্ত জীবনের
পূর্ণিমার পূর্ণ-শশধর!
এই মোর হৃদয়ের যন্ত্র-তন্ত্র ছিন্ন করি
হ'ল বুঝি "সর্ব্বস্ব" অন্তর!!

আগ্নেয় গিরির গর্ভ বিদারি সজোরে
সহসা যেরূপে হয় অগ্নি উদ্গীরণ,
সেইরূপে আচম্বিতে মথিয়া হৃদয় মোর,
তপ্ত গৈরিকের ধারা হ'ল নিঃসরণ।

হারাইনু সর্ব্ব ধৈর্য্য, সাহস, প্রাণের বল,
ভুলিলাম কর্ত্তব্য আমার।
প্রলয়-ঝটীকা-রোলে দুর্ব্বল পাখীর মত
উঠিলাম করিয়া চীৎকার।

ছুটিল নগেন্দ্রবালা * করুণ আহ্বান শুনি,
ছুটীল প্রমিলাবালা * বালক রমেশ।*
বসিল আমার পার্শ্বে নগেন্দ্র—ভগিনী সম,
কাঁদিয়া কহিনু "বউ, এই সব শেষ!

* ভূমিকায় ইহাদের পরিচয় পাইবেন।

এই শেষ আশা মোর, বউদি আমার,
এত শীঘ্র হইবে এমন
ভাবি নাই—বুঝি নাই; উন্মত্তে দেখিতেছিনু
কত মত আশার স্বপন!”

সহসা পড়িল দৃষ্টি, করিনু দর্শন
লাবণ্য আমার,—
অর্দ্ধ-অচৈতন্য সেও, যাতনায় বেদনায়
করিছে চীৎকার।

একই শয্যা,—এক পার্শ্বে ডুবিছে আশার রবি,
সর্ব্ব মোর জীবন-সম্বল।
অন্য পার্শ্বে বিমলিন পূর্ণ চন্দ্রিমার রেখা
পরশিছে রাহুর কবল।

মধ্যে স্থির বসি আমি, প্রাচীরে আবদ্ধ যেন
অনাবদ্ধ প্রস্তর মূরতি
স্তব্ধ-স্থির, নেত্রনীরে ভাসাইয়া বক্ষ মোর,
করিতেছি তাদেরি আরতি।

অধীর আবেগভরে ডাকিলাম, কহিলাম
“ওমা, লাবণ্য আমার,
ঐ দেখ ছেড়ে যায় ভাসাইয়া বিশ্ব মোর
জননী তোমার!

আর কারে "মা" বলিয়া ক্রুদ্ধ অত্যাচারে
করিবি মন্থন ?
আর কার বক্ষে মুখ রাখিয়া তেমনি প্রেমে
করিবি রোদন !

আর কে সহিবে তোর আব্দার অত্যাচার ?
তেমতি তোহার * তরে আর কার হাহাকার
করিবে পরাণ, যদি মুহূর্ত্তেক অদর্শন
হয় কভু, উন্মাদিনী ছুটিবে কাহার মন ?
সারানিশি কার বক্ষে অবরুদ্ধ রহি আর
করিবিরে স্তন্যপান, বক্ষোপরি অত্যাচার ?

যায় অস্ত চিরতরে তোমার সুখের জ্যোতিঃ
অজ্ঞাতে তোমার !
জাগ মা, ফিরাও তারে ; সজোরে ধরিয়া বক্ষে
রাখ একবার !!"
কেহ শুনিল না মোর করুণ আহ্বান।
কেহ করিল না মোরে সান্ত্বনা প্রদান।

এমনি সময়ে পুনঃ ছাড়িল সুদীর্ঘশ্বাস,
মেলিল নয়ন।
রহিল চাহিয়া মোর অশ্রু-বিগলিত নেত্রে,
অস্থির বদন।

* তোহার—তোর (হিন্দুস্থানী কথ্য শব্দ।)

আবার আশার আলো নিবিয়া জ্বলিল যেন ;
বক্ষের উপর
সহসা হানিল মোর, অজ্ঞাতে আমার, শত
তীক্ষ্ণ তীব্র শর।

অকস্মাৎ কর্ত্তব্যের বিমল পবিত্র ছায়ে
হৃদয় আমার,
মুহূর্ত্তে করিল নব নীরব নিরস এক
গাম্ভীর্য্য সঞ্চার।

যেমতি স্বপনে হেরি প্রিয়ার মরণ,
জাগ্রতে আকুল প্রাণে করি আলিঙ্গন,
রাখে তারে বক্ষে চেপে ; তেমতি আবার
করিলাম দরশন প্রিয়ারে আমার।

হায়, তখনো আত্ম-গোপন করিতে তাহার
করিলাম দরশন প্রবল বাসনা ;
অথবা তথাপি তা'র হৃদয়ে তখনো আশা
আনিয়া থাকিবে এক প্রবুদ্ধ ধারণা।

রক্ত-চক্ষে হেরি মোর ব্যস্ত হাহাকার,
করুণ রোদন,
ভগ্ন কণ্ঠে কহিল "কি ? কি হয়েছে মোর ?
কিসের কারণ

অধীর অস্থির অত, বালকের প্রায়
ভাসিছ প্রবল অশ্রু-অজস্র-বন্যায় ?"
সম্বরি প্রবল বেগে অসম্বর বজ্র-প্রহরণ,
আবার আশার আশে কঠোর হৃদয় মোর
করিনু বন্ধন।
"না, কিছু না ; হয় নাই কিছুই তোমার"
বলিয়া, মুছিয়া অশ্রু যতনে তাহার,
হাত খানি অতি ধীরে করিয়া ধারণ
রাখিলাম বক্ষোপরে ; আশার স্বপন
দেখাইল কত নব কানন প্রান্তর।
মুহূর্ত্তের তরে শান্ত হইল অন্তর।
জিজ্ঞাসিনু, "কি বলিবে বলেছিলে, প্রাণ,
বলনা এখন।"
"বলিব" বলিয়া ধীরে, চাহি মোর মুখপানে,
অশ্রু বরিষণ
করিতে লাগিল শুধু ; কহিল আবার
"সময় তো যায়নি সে কথা বলিবার !"

"মা কবে আসিবে ?" বলি মুদিল নয়ন পুনঃ ;
করিনু দর্শন
বিবর্ণ বিদগ্ধ তার সহসা কাঞ্চনপ্রভ
সুন্দর বদন।
"আজ আসিবেন তিনি" করিনু উত্তর।
চমকি মেলিয়া আঁখি, হয়ে অগ্রসর,

প্রসারিয়া দুই কর, আকণ্ঠ বেষ্টন করি,
লইয়া আদরে
টানিয়া আপন বক্ষে বক্ষ মোর, মুখখানি
মুখের উপরে,
অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠস্বরে কহিল আমায়
"খাও।" "কি খাইব ?" আমি জিজ্ঞাসিনু তায়।

"কানপূরে তোমা তরে কত যে মেঠাই মণ্ডা
রাখিয়াছি, খাও তাই ;"—করিল উত্তর।
আবার ভাসিয়া বক্ষ তার সে বিদায় গানে
অজস্রে ঝড়িল মোর অশ্রু ঝর ঝর।

"নাঃ, তোর সাথে পারিনা" বলিয়া কণ্ঠ আমার
ত্যাজিল ;—মুদিল ধীরে আবার নয়ন।
অবশ অচল হ'য়ে খসিয়া পড়িল হস্ত ;—
ভাঙ্গিয়া পড়িল মোর সুখের স্বপন !

সেই শেষ কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম তার।
জীবনের সেই শেষ আদর-আহ্বান !
সেই শেষ আবেষ্টনে আবদ্ধ বদন-বক্ষ,
রহিয়াছে পড়ি আজি বিজন-শ্মশান !!

কত যে মিঠাই মণ্ডা রেখে গেছে মোর তরে,
প্রাণ ভরে করিতেছি তাহাই আহার।
রসের সাগরে ডুবি খাইতেছি হাবুডুবু,
ফুরাবে না—অফুরন্ত ভাণ্ডার তাহার !!

ক্রমে রুদ্ধ হ'ল কণ্ঠ, পদ্ম-আঁখি বিবর্ণ শ্রীহীন ;
ক্রমে দৃষ্টি শক্তি লয়, অবসন্ন সর্ব্ব-অঙ্গ বিদগ্ধ মলিন।
যতক্ষণ দৃষ্টি শক্তি ছিল তার, স্থির চক্ষে
এক দৃষ্টে আমার বদন,
যেন সর্ব্ব অন্য ভুলি, আবদ্ধ হৃদয়াবেগে
করিতে আছিল বিলোকন।
দেখিতে দেখিতে মোরে, যত দৃষ্টি শক্তি লয়
ধীরে ধীরে হ'তে ছিল তার,
ততই প্রবলতর বহিতে আছিল অশ্রু—
বিদায়ের বজ্র-হাহাকার !
আর না হেরিবে তারে, যার তরে জীবনের
সর্ব্ব সুখ-আশা
উৎসর্গ করিয়াছিল ; উন্মত্ত আবেগভরে
যার ভালবাসা
দীর্ঘ একাদশ বর্ষ পরাণের দান প্রতি দানে
করিয়া পোষণ
আসিয়াছে, আজি শেষ তাহার সাধের কুঞ্জে
প্রেম-সম্মিলন !!
নাই শক্তি ব্যক্ত করে পরাণের একটী উচ্ছ্বাস।
সাঙ্গ হল এতদিনে, আমার সাধের কুঞ্জে অতৃপ্ত বিলাস !!
অনাহারে অনিদ্রায় যাহার সুখের তরে
সরবস্ব করিয়া অর্পণ,
উন্নতির পথ পানে একাগ্রে চাহিয়াছিল,
আজি তারে শেষ দরশন

দেখিতে হইবে! সর্ব্ব অপূর্ণ পিয়াসা।
অসম্পূর্ণ জীবনের সর্ব্বকল্পআশা।
সুদূর প্রান্তর হ'তে দাঁতে করি তৃণ আনি
পক্ষিনী যেমন,
রক্ত-মাংসসমপ্রিয় সাধের গৃহটী তার
করয়ে বন্ধন ;
সেইরূপ বিন্দু বিন্দু,—করি তিল তিল,—
বাঁধিতে আছিল যেই সাধের সংসার,
ডিম্ব শাবকের সনে—পাখীর সাধের গৃহ
উড়াইল মহাঝড় প্রলয় আকার!
সেই প্রলয়ের রোলে উন্মত্ত পক্ষিনী যেমন
আসন্ন বিপদে দেখে প্রাণপণে করিয়া যতন
আপন বক্ষের মাঝে আপন সন্তান।
দেখিছে সংসার আজি তাহার সমান।
এই সংসারের সর্ব্ব করি বিসর্জ্জন,
অজানা অজ্ঞাত দেশে করিবে গমন!
তখনো কর্ণের শ্রুতি লুপ্ত হয় নাই তার।
করিনু আহ্বান ;—
"লক্ষ্মী জল খাবে ?" বলি আদরে তপেশ্বরীর*
পাদোদক দান
করিলাম ; শুনি মোর আর্ত্ত-সম্ভাষণ,
সজোরে হইল তার অশ্রু বরিষণ।

* "তপেশ্বরী দেবী" কানপুরের এক প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত দেবতা। ইঁহার সুগঠিত মন্দির অতি সুন্দর প্রণাস্পর্শী উপাসনা ক্ষেত্রের ন্যায়।

ক্রমে কর্ণশ্রুতি লয় হইল তাহার।
ভাঙ্গিল সাধের কুঞ্জে যা ছিল আমার!
শুধু শ্বাস—মহাশ্বাস— চিহ্ন মাত্র জীবনের
আছিল তখন।
তাহারে বাঁধিয়া বুকে পাষাণে বাঁধিয়া বুক
অশ্রু বরিষণ
করিতে লাগিনু পূর্ণ অজস্র ধারায়
নীরবে; ভাসিল বক্ষ অজস্র বন্যায়।
আর বালিকা আমার!
তাহার জীবন ভার সঁপিয়াছিলাম করে
নগেন্দ্রবালার।

* * * * *

ত্র্যহস্পর্শ। মঙ্গলের অমঙ্গল ছায়া
সান্ধ্য আঁধারের সনে হয়ে বিকীরণ
াক ভীষণ—ভীমারূপে, চামুণ্ডারূপিনী ঘোরা,—
আচ্ছন্ন করিল মোর হৃদয়-গগন।

জ্যৈষ্ঠ মাস, ষষ্ঠ রাত্রি। এই জ্যৈষ্ঠ মাসে
হয়েছিল যে দেবীর শুভ আবাহন
একাদশ বর্ষ পূর্ব্বে, আজি সেই জ্যৈষ্ঠ মাসে
সপ্ত সমুদ্রের পারে দিতে বিসর্জ্জন

বসিয়াছি প্রাণাধিকা প্রিয়তমা সে দেবীরে!
হৃদয় শ্মশান!
শূন্য বিশ্ব আজি মোর, শূন্য মোর সর্ব্ব আশা,
আজি শূন্য—আবদ্ধ পরাণ!!

তথাপি পাষাণসম বসিয়া তাহার পার্শ্বে
গত জীবনের সর্ব্ব করি আবাহন,
ক্ষমা ভিক্ষা সর্ব্ব ক্ষুদ্র অপরাধ তরে আমি
মাগিতেছিলাম ; কিন্তু, বিফল রোদন !
এত অনুতাপ—এত লক্ষ হাহাকার,
করিল না কর্ণে তার শক্তির সঞ্চার !
নিশির তিমির গর্ভে ক্রমে সান্ধ্য অন্ধকার
হইল বিলয়।
জুড়িয়া আমার বক্ষ, অণু পরমাণু সর্ব্ব,
আসন্ন প্রলয়
করিতে লাগিল তীব্র নিরাশ-চীৎকার।
ভবিষ্যৎ ভাবি বক্ষে সর্ব্ব হাহাকার
রুদ্ধ করি রহিলাম ; গণি পলে পল
কখন ছিঁড়িবে মোর আশার শৃঙ্খল।
গৃহ প্রাঙ্গণের সর্ব্ব পরিপূর্ণ লোকারণ্যে ; —
কত বন্ধু, প্রবাসী বান্ধব,—
আমারে করিতে সুস্থ সাধ্যমত চেষ্টা করি,
ব্যস্ত করিবারে যাহা যাহার সম্ভব।
আমি শুধু রুদ্ধশ্বাস পাগলের মত,
এক দৃষ্টে রহিলাম চাহি অবিরত
সে চন্দ্রবদনে, বক্ষে, সর্ব্ব অবয়বে।
দুই দণ্ড পরে হায় কোথায় সে রবে ?
হায় রে, মায়ার মোহ ! কখনো এ দেহ
আমার বলিয়া আর এ জগতে কেহ

নাহি করে যেন গর্ব্ব ;—মায়াই সংসার।
কেবা তুমি ? কেবা বিশ্বে তোমার আমার ?
আজি যেই বক্ষখানি, যে চারু নয়ন,
শক্তিহীন—বর্ণহীন—মৃত-অচেতন
নিস্তব্ধ অচল অই সম্মুখে আমার,
ও বক্ষের অদর্শনে কত হাহাকার
করিয়াছি, কাঁদিয়াছি ! কত অশ্রুজল
ঝরিয়াছে এরি তরে—দীর্ঘ অবিরল !
যে চন্দ্রবদন ওই দগ্ধ অচেতন
রহিয়াছে প্রসারিত সম্মুখে আমার,
ভুলি বিশ্বে অন্য সর্ব্ব, ভুলি আত্ম, ও বদন
উন্মত্তে রেখেছি বক্ষে কত লক্ষ বার !
যে চারু নয়ন—হাসি-উৎফুল্ল সতত—
লক্ষ্যহীন, এক লক্ষ্যে চাহি মুখপানে,
প্রাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে অবিরত
প্রবেশি, করিত উভে একীবদ্ধ প্রাণে,
সে চারু নয়ন, কই, জাগে না তো আর !
নিদ্রায় বিভোর, আজি চির-অচেতন !
যে মহাশ্মশান ওই সম্মুখে আমার
রহিয়াছে, করিয়াছে তথায় গমন !!
মন্থর চরণ তার চলেনাকো আর।
যৌবনের সে সৌন্দর্য্য-উন্মত্ত-বিলাস,
কোথায় রহিল আজি—বক্ষ সমুন্নত—
মদগর্ব্ব অভিমানে গর্ব্বিত উচ্ছ্বাস ?

আদি অন্ত জীবনের এইরূপে করিয়া মন্থন,
নীরব অধীর প্রাণে নিশ্বাসে রাখিয়া লক্ষ্য,
পাষাণ-কঠোর স্থির অবিরল অশ্রু-বরিষণ
করিতেছি. হেনকালে দাদা, মা আমার
আসিলেন। স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তি যে প্রকার
উন্মত্তে করিয়া উঠে সহসা রোদন,
সেরূপে ছিঁড়িয়া মোর প্রাণের বন্ধন,
যত প্রতিরুদ্ধ ছিল বজ্র-হাহাকার,
সহসা উঠিল করি বিভৎস চীৎকার !
"দাদা" বলি উচ্চৈঃস্বরে করিয়া আহ্বান,
উত্থিত হইয়া, পুনঃ জানুর উপর
বসিয়া পড়িনু ; আর বাক্য-নিস্ফূরণ
হইল না ; অবরুদ্ধ হইল অন্তর।
রুদ্ধ-বাষ্প-ভরে বক্ষ রক্তিম বরণ
হইয়া করিতেছিল দ্রুত প্রকম্পন।

আসিলেন মা আমার, প্রিয়তমা পুত্রবধূ,
নিকটে তাহার,
দীর্ঘ একাদশ বর্ষ আপন সন্তান রূপে
যতনে যাহার

করিয়াছিলেন কত আদর সতত,—
অবিভিন্ন, সদা আত্ম গর্ভজার মত ;
সুখে দুঃখে যার পরে করিয়া নির্ভর
ছিলেন সংসারে তিনি নিশ্চিন্ত-অন্তর ;
যে লক্ষ্মীরূপিণী আত্ম-তনয়ার মত

ছিল পার্শ্বে ব্যস্ত তাঁর—কিসে অবিরত
সমর্থ হইবে চিত্তে সান্ত্বনা প্রদান
করিতে ; সতত যার কাতর পরাণ
হেরিলে মু'খানি কভু দুঃখকষ্টময়,
পার্শ্বে আসি, দেবী সম, যেন বরাভয়
করিয়া প্রদান, সুস্থ করিতে যতন
করিত সতত করি আত্ম প্রাণপণ ;
আজি সে সোণার রবি যায় ঐ অস্তাচলে !
আজি অস্ত শারদগগন
আঁধার করিয়া ঐ সংসার চাঁদের আলো !
আজি শূন্য আঁধার ভবন
হইবে মুহূর্ত্ত পরে ! বক্ষে করাঘাত
করিয়া, মস্তকে যেন লক্ষ বজ্রপাত
হইল, নিকটে আসি সজোরে তাহার
"বউ" বলি উচ্চৈঃস্বরে করিল চীৎকার।
"বউ, ও বউ !" আর কে দিবে উত্তর ?
কহিনু "কেঁদোনা, ওমা, (আর) হয়োনা কাতর
ঐ দেখ মৃতপ্রায় সম্মুখে তোমার
রহিয়াছে প্রাণাধিকা "লাবণ্য" আমার।
উহারে লইয়া কোলে বাঁচাও জীবন।
দেখিতে শুনিতে যেন মায়ের মরণ
নাহি পায়। আহা! ক্ষুদ্র প্রফুল্ল কুসুম—
ঘুমাইত মাতৃবক্ষে কি সুখের ঘুম !
বুঝিতে পারিলে, হায়, মায়ের মরণ,

হয়ত শোকের বেগে হারাবে জীবন।
ঐ চিহ্ন,—ঐ শেষ,— রহিল মোদের তরে
জুড়াইতে বুক!
এতদিনে, মা আমার, সাঙ্গ হ'ল হাসি খেলা,
জীবনের সুখ!!"

করিলেন মা আমার আবার আহ্বান—
"বউ, ও ব—উ!!" কোথা? কে আর প্রদান
করিবে উত্তর? তব কাতর আহ্বান
শুনিবে উদাস বুকে উলঙ্গ শ্মশান!
"আহা! কি রাখিয়া গিয়াছিনু আমি অভাগিনী!
আমার সাধের বউ, মা—লক্ষ্মীরূপিনী!
যদি জানিতাম ছিল কপালে এমন,
একাকী ফেলিয়া কভু করিতে গমন
নাহি চাহিতাম আমি; হায়রে কপাল,
ভাঙ্গিল আমার সর্ব্ব সুখের জাঙ্গাল!"
যথা পর্ব্বতের দেহ হ'তে বারিধারা
ভাসাইয়া বক্ষ তার হয় প্রবাহিত,
অদূরে তেমতি ঐ দাঁড়াইয়া "দাদা" মোর,
রয়েছেন—যেন মূর্ত্তি প্রাচীরে চিত্রিত।
মুহূর্ত্তে গম্ভীরে বাক্য স্ফূরিল তাঁহার;
বলিলেন,—"আর কেন ডাক বার বার?
আমার সংসারলক্ষ্মী সপ্তসমুদ্রের পারে
দিতে বিসর্জ্জন

তোমরা আনিয়াছিলে! কি ফল হইবে আর
করিলে রোদন ?
কিবা আর আছে ? কিবা আছে দেখিবার ?
কি ফল হইবে—কেন কর হাহাকার ?"
স্নেহময়ী মা আমার রহিলেন এক দৃষ্টে
আমার সে ভগবতী প্রতিমার প্রতি
চাহিয়া, অজস্রধারে বহিতে লাগিল অশ্রু ;
ক্রমে ধীরে ধীরে মোর দেবী—সাধ্বীসতী
পতি অঙ্কে রাখি তার পবিত্র বদন,
ভাঙ্গিল সংসার ঘোরে নিশার-স্বপন !
ফুরাইল সব আশা,—ভাঙ্গিল সংসার !
ডুবিল অতলজলে সর্ব্বস্ব আমার !!
গেল অস্ত সুখ-রবি ; অস্ত সব ভালবাসা ;—
আবাল্য-তাড়না-তিক্ত জীবনের সর্ব্ব আশা !!
করি সর্ব্ব বিসর্জ্জন—অচল অথর্ব্ব প্রায়
উদ্বেলিত শোকভরে রহিনু পড়িয়া, হায়,
বক্ষে করি করাঘাত,—অর্দ্ধনিমীলিত আঁখি !
"অভাগিনী, কোন্ প্রাণে আমারে একেলা রাখি—
রাখি সর্ব্ব যাতনার বিষময়—ভস্মশেষ—
করিলিরে পলায়ন ? কোথা সেই মহাদেশ ?"
বলিয়া, তাহারি কোলে আগুরিয়া, বক্ষখান
বক্ষে রাখি, রহিলাম—শোক দুঃখে ম্রিয়মান !!
মা আমার বক্ষে করি অর্দ্ধমৃতা বালিকায়,
ত্যজিলেন সর্ব্ব আশা বিসর্জ্জিয়া সে শয্যায়

যে শয্যার একপার্শ্বে জাগ্রত তনয় তাঁর
করিতেছে শোকবিদ্ধ অশ্রুপূর্ণ হাহাকার।
ক্রমে নিশি গাঢ়তর, ক্রমে বক্ষ মোর
পাষাণে বাঁধিল পুনঃ কর্ত্তব্য কঠোর।
হায়, মোরা বাল্য-ইতিহাস
করি নাই কখনো বিশ্বাস।
অদম্য অক্ষতাদগ্ধ প্রমোদ বিঘোরে মত্ত
ছিলাম যখন,
বিশ্বের সরব অন্য স্বপনের মত ছিল।
নবীন যৌবন
জানিত না বুঝিত না মদিরমন্থনে
জাগে কোন আশীবিষ বিক্ষত বিজনে।
ভেলায় ভাসিয়া যায় সমুদ্রে অপার!
কণ্ঠ বক্ষ নিবন্ধন আনন্দ অসার।
সেই পূর্ণচন্দ্র পূর্ণ উদ্যমে যখন
করিতে আছিল জ্যোতি শান্ত বিকীরণ.
তখন তাহারি পার্শ্বে অভ্র কৃষ্ণ সম
দাঁড়াইয়া ছিল যমদূত নিরমম!
অজ্ঞানা জ্যোতিষী এক কোথা হতে এসেছিল;
মোর শুধু প্রথম যৌবন—
সে আমারে বলেছিল আমার জীবন গ্রন্থে
ভবিষ্যৎ ঘটিবে এমন।
বলেছিল যবে ঊনত্রিংশৎ বরষ
হইবে, এ জীবনের ভাঙ্গিবে স্বপন।

ভাঙ্গিয়া পড়িবে শান্তি কুটীরের বক্ষখানি ;—
বিজন বিজন দেশে করিবে গমন।
সুখসুপ্ত তটিনীর—আনন্দ লহরী মাঝে
অপ্রার্থিত সত্য সেই ভবিতব্য তার,
ভাসিয়া ডুবিয়া তুচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষণিকের তরে,
অতলে ডুবিল ;—চিহ্ন রহিল না আর।
স্মৃতি জাগিল আবার।
যখন সংসার-পথে অবরুদ্ধ উন্নতির
নগ্নপথ করিয়া লঙ্ঘন,
চলিতে আছিনু দ্রুত জীবনের কল্পপথে,
সর্ব্ব আশা করি বিসর্জ্জন,
দেখিলাম মূরতি তাহার।
আবার নবীন এক বিজ্ঞ বঙ্গবাসী
ব'লে গেল ভবিষ্যৎ ; মৃদুমন্দ হাসি
কহিল—"স্ত্রী-ভাগ্য তব—শ্রেদ্ধা-ভাগ্য আর,
রহিয়াছে সৌভাগ্যের সুচিহ্ন অপার।
কিন্তু—" "কিন্তু" বলি নিরবিল ; তবু অনিচ্ছায়
কহিল আমার ভাগ্যে ঘটিবে যা। হায়,
শুনিলাম—সত্য বলি গাঁথি-লাম প্রাণে।
আবার ভুলিনু সর্ব্ব আনন্দের গানে।
এইরূপে জীবনের লহরে লহরে
শুনিয়াছি একই গান। অকুল সাগরে
সত্যই সোণার-তরী ডুবিবে আমার,
ভাবি নাই বুঝি নাই কভু সে প্রকার।

ক্রমে নিশি দ্বিতীয় প্রহর।
সুশীতল সুধাংশুকিরণ,
অনলের শিখাসম ঝলসিয়া নেত্র মোর,
উজলিল প্রান্তর কানন।

আর না—সহেনা—ধৈর্য্য মানেনা পরাণ রে।
এখনি আবার
যেতে হবে বিসর্জ্জিতে সুদূর গঙ্গার গর্ভে
প্রতিমা আমার!
বসন্তে মরেছে,—আরও ছিল গর্ভবতী;
অনলে আহুতি দিতে নাই অনুমতি।

চলিলাম গৃহ ছাড়ি নিস্তব্ধ সহর দীর্ঘ
করি বিলোকন।
সর্ব্বমনবিমোহন সুকুমার দৃশ্য, সেও
ভয় প্রদর্শন
করিতে লাগিল মোরে। যেন উদাসীন
চলিয়াছি শূন্য-প্রাণে,—উদ্দেশ্য বিহীন।

ক্রমে সুপ্ত সহরের ভেদিয়া প্রশস্ত বক্ষ,
রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে ভৈরবের ঘাট *
উত্তরিনু গাঙ্গোত্রীর বিশুষ্ক সুনীল কোলে;—
কি মহান্ ভয়াকুল সে দৃশ্য বিরাট!

---

* ভৈরব ঘাট—সহরের বাহিরে। এই স্থানে সাধারণের মরা পোড়ান হয়। যাহাদিগকে ভাসাইয়া বা ডুবাইয়া দেওয়া হয় তাহাদের জন্য স্থান স্বতন্ত্র।

ফেনপুঞ্জ-বিমণ্ডিত উদ্বেলিত শত মুখে
উনমত্ত ভীতি প্রদর্শন
যে জাহ্নবী করে যবে প্রাবৃটে জলদদলে
অবিরল করে বরিষণ ;
আজি সে জননী-অঙ্কে নিষ্ঠুর চলিনু মোরা
অপবিত্র করি পদাঘাত। *
সফেন সলিল স্থলে সুনীল সলিলরাশি
অপমানে যেন অশ্রুপাত
করিতে লাগিল,—ম্লান, ক্ষুব্ধ, অবিচল।
পরাণের ছবি মোর স্তব্ধ অবিকল।

সম্মুখে দিগন্তব্যাপী শুষ্ক বালুকার রাশি,—
যেন অচঞ্চল শ্বেত সমুদ্র মহান্,
কি কঠিন বজ্রাঘাত-বিস্মৃত-কল্লোলভাতি—
বজরগম্ভীর-লুপ্ত-উন্মাদিত গান।

হায়, মা-জাহ্নবী-দেবী, তনয়া তোমার
চলেছে তোমারি বক্ষে। লও একবার
যতনে তাহারে কোলে,—তোমারই সন্তান!
আজীবন শুদ্ধ চিতে কত দান ধ্যান

* শীতের শেষে ও গ্রীষ্মকালে পশ্চিমাঞ্চলে গঙ্গা প্রায়ই শুকাইয়া যায়। এমন কি প্রায় স্থানেই হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। এই সময়ে স্থানে স্থানে অনেক দূর ব্যাপিয়া অতলস্পর্শী জলরাশি আবদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানের জল নীলবর্ণ হয় এবং সাধারণ স্রোতের সহিত মিলিত থাকিলেও অচঞ্চল ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে।

করিয়াছে তব কূলে, সলিলে তোমার।
লও আজি বক্ষ পাতি তারে আপনার।

চলিলাম করি ভেদ বালুকা-সাগর,
কি এক মহান্ বদ্ধ উন্মত্ত আশ্বাসে।
অবরুদ্ধ হৃদি দ্বার অন্য সর্ব্ব-দিক পানে।
চলিয়াছি একলক্ষ্য। সুদীর্ঘ নিশ্বাসে
ভস্ম বুঝি হয়ে যায় পরাণ আমার,
অজ্ঞাতে অদৃশ্যে বিশ্বে অন্য সবাকার।

যতদূর চলে দৃষ্টি তত দূর বালুকা-সাগর.—
শুভ্রস্নাত জ্যোছনায় শুভ্র শান্ত সুদীর্ঘ প্রান্তর।
জনহীন—প্রাণী হীন—বৃক্ষলতা-পরিশূন্য
সে শুভ্র সাগরে
হুতাশ পরাণে শুধু হেরিলাম সবি ম্লান।
নিস্তব্ধ কাতরে
ডাকিয়া কহিছে মোরে "কেহ কারো নয়।
এই প্রকৃতির বক্ষে সর্ব্ববিশ্ব লয়
হইবে—সময় যবে আসিবে যাহার।
কর শান্ত চিত্ত তব; কেন হাহাকার
করিতেছ দুগ্ধপোষ্য বালকের মত?
দগ্ধ করিতেছ বক্ষ কেন অবিরত?"

উর্দ্ধনেত্রে চাহিলাম সুনীল আকাশে;—
কলঙ্কী চাঁদিমা,—সেও নির্লজ্জ আশ্বাসে

ডাকিয়া কহিল মোরে "মূর্খ তুমি,
কিসের লাগিয়া
যাইতেছ আপনারে, জ্ঞান হীন,
আপনি ভুলিয়া ?
হের প্রকৃতির বক্ষ শান্তি সুশোভায়
ডাকিয়া কহিছে সবে 'আয় তোরা, আয়।
এই আদি—এই অন্ত—এই খানে শেষ
সুখ-শান্তি-বিলাসের ঐশ্বর্য্য অশেষ।
এই বক্ষে রাজা, সর্ব্ববিশ্বজয়ী গর্ব্বিত সম্রাট্,
এই বক্ষে প্রজা—দীন ভিখারীর সাম্রাজ্য বিরাট্
একীবদ্ধ রহিয়াছে। সবি একাকার ;—
ধনী দুঃখী রাজা প্রজা শান্তি হাহাকার।
চণ্ডালের পদরেণু ব্রাহ্মণের শিরে ;—
সতত পবিত্র সর্ব্ব পবিত্র মন্দিরে।

বিদ্যার মোহন স্বরে, জ্ঞানের চীৎকারে,
স্মরণে অমর নাম জগতে যাঁহার,
অশিক্ষিত নিরক্ষর মূর্খ "নিগারের" পদে
বিলুণ্ঠিত এই বক্ষে মস্তক তাহার।

যে গর্ব্বিত পাষণ্ডের ভীম পদাঘাতে
পথিপার্শ্বে অনাথের হয়েছে মরণ
শুধু এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষা মাগিবার তরে,
এই বক্ষে ঐ দেখ তার বিলুণ্ঠন
করিতেছে সর্ব্বঅঙ্গ ভিখারীর পদপ্রান্তে ;

সবি একাকার।
সকল বৈষম্য-সাম্য সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের
পবিত্র আগার।

উদ্ভ্রান্ত—রূপের মোহে গর্ব্বিত উন্মাদ—
করিয়াছে পশুসম কত অত্যাচার ;
এই দেখ বক্ষে মোর কুষ্ঠক্ষত কদাকার
ঘোর পিশাচীর সনে মিলন তাহার।

বিলাসে, ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞানে যতই গর্ব্বিত,
এই এক কেন্দ্রে সর্ব্ব বিশ্ব আকর্ষিত
হইতেছে নিশি দিন। এই ধ্যান-জ্ঞান
এই যোগ মুক্তি স্থিতি প্রলয় সংস্থান।

এই বক্ষ বিশাল বিরাটে,
কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
কত জল-বুদ্বুদের মত
জাগিয়াছে, হয়েছে অন্তর।

এই বক্ষে কত বেদ-বেদান্তের কতই ভঙ্গিমা,
তাপসের তপস্যার লক্ষ লক্ষ কতই রঙ্গিমা
উঠিয়াছে, উঠিতেছে, মুহূর্ত্তে বিলয়
হইয়াছে হইতেছে অস্ত ও উদয়।
কোটী সূর্য্য চন্দ্র তারা দেবতা কিন্নর
উদিতেছে যাইতেছে অস্ত নিরন্তর।"

* * * *

এমন সময়ে ত্রস্তে করিনু শ্রবণ
"বল হরি—হরি বোল" আহ্বান ভীষণ।
রোমাঞ্চিত কলেবরে—ভীত প্রকম্পিত কণ্ঠে—
করিল চীৎকার.
নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদি শোকভগ্ন বিলুণ্ঠিত
হৃদয় আমার।—
"হরি বোল্—হরি বোল্—হরি হরি বল্'' ;
যেন হরিধ্বনি সনে সকল সম্বল
ছাড়িয়া চলিল মোর। প্রাণের পিপাসা,—
আর না রহিল কিছু.—কোন ক্ষুদ্র আশা।
আবার কহিনু উচ্চে সঙ্গীদের সনে
* "রামনাম সত্য হয়'' শোকোদ্ভ্রান্ত মনে।

ক্রমে উত্তরিনু ঘাটে, জাহ্নবীর তীরে।
এইবার আকাশ ভাঙ্গিয়া মোর শিরে
পড়িল ;—পড়িল যেন বজ্র শত খান।
কি এক অচিন্ত্যবিষে জর্জ্জরিত প্রাণ
হইল! কি ঘাট এটী? এ কি বৈতরণী?
কে পার করিবে হেথা? কোথায় তরণী?

এই শেষ বার মুখচন্দ্র বিলোকন!
ত্রাসিত্ত কম্পিত করে ত্রস্তে উন্মোচন

* আমরা যেমন মরিলে, মরা বহন করিবার সময়, বা পোড়াইবার সময় হরিধ্বনি করি, হিন্দুস্থানীরা সেইরূপ "রামনাম সত্য হয়" বলে।

করিলাম আবরণ—কি দেখিব আর ?
দেখিবার রহিয়াছে কি বা বাকী তার !!
বজ্র, তুমিও নিষ্ঠুর, বাম ! আমার মাথায়
সংহারিতে লেশমাত্র রাখনি তথায় !!

দেখিলাম সে কাঞ্চনবরণ সুন্দর
হইয়াছে মসিময় কৃষ্ণ কলঙ্কিত।
সে বিমল জ্যোতি, কান্তি, প্রতিভার ছবি,
আর নাই। আজি সর্ব্ব হয়েছে অতীত।
আজি আর সে আমার আমি নই তার !
আজি শূন্য বক্ষ মোর,—ভুবন আঁধার !!

এই সেই মুখখানি,—যার দর্শন আশায়
কাটিয়াছি কত নিশি বসি অনিদ্রায় !
এই মুখখানি, যবে প্রথম মিলন,
শুভদৃষ্টি আমাদের হইল যখন,
দেখেছিনু হৃদয়ের পরতে পরতে
সার-সম জীবনের—অসার জগতে !!
বুঝিলাম আজি বিশ্বে সকলি অসার
সতত মায়ায় মুগ্ধ মানব যাহার।

হইল হৃদয়ে সাধ তথাপি আদরে
দেখিতে বারেক বক্ষে আলিঙ্গি তাহারে ;
রহিতে চাহিয়া সেই দগ্ধ মুখ পানে
অনিমিষে—হৃদয়ের সরবস্ব দানে।

কিছু নাই আর তার ! তথাপি মায়ায়
লইয়া তাহারে পড়ি শৈকত শয্যায়
রহিতে হইল সাধ—তাহারই মতন.
বিসর্জ্জিয়া সব্ব আশা ;—সর্ব্বস্ব আপন ।

উদ্বেলিত বক্ষখানি হইল এবার
উনমত্ত ;—হায় আমি কেমনে তাহার
অত আদরের দেহ—অত যতনের—
বিসর্জ্জিব, কি নিষ্ঠুর ! গর্ভে সলিলের !
পারিবনা ! নাহি দিব থাকিতে জীবন
জীবনে জীবনে দিতে আমার বিজন !

সঙ্গীগণ দিল বাধা সহসা সে ধ্যানে ,
কঠোর বজর সম বাজিল পরাণে ,
তাহাদের নিরমম পরুষ বচন,
শুনিয়া ভাঙ্গিল মোর মোহের স্বপন ।
দীর্ঘ তপ্ত শ্বাস সনে বিদ্যুতের সম
নির্গত হইল যেন সরবস্ব মম
হৃদয় হইতে মোর তাহারে দুর্ব্বল
করিয়া, হরিয়া তার সকল সম্বল ।

সম্বরিয়া হৃদি-বেগ ক্রমে, অনিচ্ছায
ভাসাইনু সর্ব্ব আশা বাঁশের দোলায় ।
পরিপূর্ণ গঙ্গাজলে মাটীর কলসি চারি
বাঁধিলাম চারি কোণে অভিষেকে তার

শাক্ত-অভিষিক্ত হব কল্পনা করিয়াছিনু ;—
আজি পূর্ণ হ'ল আশা সকলি আমার !!
পূর্ণ কলসির ভারে, দেখিতে দেখিতে ক্রমে,
জীবনের সার—মোর হৃদয়-পঞ্জর,
বাঁশের দোলায় চড়ি—স্বর্ণ সিংহাসনে রাণী—
অতলে পাতালে ধীরে হইল অন্তর !!

করিলাম বিসর্জ্জন সর্ব্ব জীবনের সুখ,
সর্ব্ব আশা,—সকল কল্পনা।
আমারে আপন বলে এ পোড়া বিশ্বের বক্ষে
আর বুঝি কেহ রহিলনা!

দিলাম বিদায় জলে জীবনের সর্ব্ব সুখ।
কভু আর না হেরিব সেই চারু চন্দ্রমুখ!

* * * *

যাও প্রিয়তমে, লক্ষ্মী, সংসার আমার!
শূন্য করি যাও আজি বক্ষ সবাকার !!
যে পবিত্র মন্দিরের শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় দেশে
নিরমিবে গৃহ আপনার,
তোমারি আসন পাশে হেন রূপে যেন, প্রাণ,
গতি হয় সে দেশে আমার।

নহ পত্নী মাত্র আজি, তুমি পিতা মাতা।
তুমি ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধু,—তুমি শিক্ষাদাতা।

ছিলে মোর চিরক্লান্ত অনাথ এ জীবনের
একমাত্র দক্ষ কর্ণধার।
তোমার বহিত্রে রহি, চাহি তব মুখ পানে,
ভুলেছিনু সকল সংসার।

আজি মোরে আনি এই অকুল পাথারে,
কোথায় চলিলে? ওগো, একবার ফিরে
চাও মোর পানে; আমি জিজ্ঞাসি তোমায়,
কিরূপে যাইব বহি বহিত্র কোথায়!

প্রিয়তমে, প্রণিপাত পরাণে তোমার!
"প্রান্ত"রে লইও বক্ষে শুধু একবার!!
বিদায়, বিদায় প্রিয়ে! বিদায়!! বিদায়!!!
প্রতিধ্বনি উত্তরিল হায়! হায়!! হায়!!!

*　　*　　*　　*

ধীরে উঠিতেছি তীরে অবশ চরণ,
আর নাই শক্তি পদে করিতে গমন।

সহসা প্রবল বেগে ছুটিল শোণিত-স্রোত
শরীরে আমার।
স্বপ্ন-দৃশ্য সত্য রূপে বিজন শ্মশানে আমি
দেখিনু এবার।

আজিও পরাণ কাঁপে স্মরিতে সে কাল-দৃশ্য
ভীষণ দর্শন;

সহসা শিহরি উঠি রোমাঞ্চিত কলেবরে
যবে বিলোকন
করিলাম ঠিক সেই—উচ্চ পাহাড়ের মত—
অতি উচ্চ বালুকার চড়,
স্বপ্নে যথা হয়েছিনু স্নান করিবার তরে
ভীত বক্ষে দ্রুত অগ্রসর।

সেই ঘোরা কৃষ্ণানদী—বিজন প্রদেশে
ঠিক যেন মসিমাখা যমুনার জল।
মুহূর্ত্তে কাঁপিল বক্ষ, কাঁপিল চরণদ্বয়—
আঁধার দেখিনু সর্ব্ব -- বিশ্বের সকল!

তীরে উত্তরিতে দৃষ্টি পড়িল আবার
নদীর অপর তীরে; অমনি চীৎকার
করিয়া উঠিল জলচর পক্ষীগুলি।
স্বপ্নে ঠিক শুনেছিনু, যাই নাই ভুলি,—
অবিকল এই স্বর—এ হেন চীৎকার,—
দেখেছিনু হেন দৃশ্য বিভৎস আকার।

বিদ্যুতের বেগে তীরে উঠিয়া ছুটিয়া
ধরিলাম সঙ্গীদেরে বক্ষে আলিঙ্গিয়া।
কাঁপিতে লাগিল বক্ষ মস্তক চরণ,
পূর্ব্বাপর ভীম দৃশ্য করিয়া স্মরণ।
নারিলাম এক পল তিষ্ঠিতে তথায়;
আকুল উন্মত্ত প্রাণে লইনু বিদায়।

স্বপ্নে মোরে এই দৃশ্য দেখাইয়া বিধি,
অজ্ঞাতসারে হ'রে নিল মোর বক্ষনিধি!
অবিকল এইস্থল স্বপনে আমার
দেখেছিনু; স্বপ্ন আজি হইল সফল।
আজি করি পদাঘাত উন্নত মস্তকে মম,
হরিল দুরন্ত কাল আমার সকল!!

গৃহশূন্য আজি আমি—শূন্য সর্ব্ব আশা—
বিসর্জ্জিয়া চলিলাম সর্ব্ব ভালবাসা!
এত দিনে আজি মোর ভাঙ্গিল স্বপন।
জীবনের এক অঙ্ক হ'ল অভিনীত।
প্রলয় কালের গর্ভে করি সন্তরণ,
বিসর্জ্জিনু বক্ষে তার সকল অতীত!

* * * *

নাহি জানি কোন্ ঘাট, কি নাম ইহার।
এই মাত্র জানিতাম নিকটে তাহার
বিঠুর—বিখ্যাত ধর্ম্মআদিবিদ্যালয়,
বাল্মিকীর তপোবন আছিল যথায়।
বিঠুর নানার * নামে আজিও জাগ্রত
জগতে সবার চিতে আছে অবিরত।

এই সেই বন;—
গর্ভবতী জানকীরে নিদ্রিতা যে বন-প্রান্তে
রাখিয়া লক্ষণ

* সিপাহী বিদ্রোহের "নানা সাহেব"

শূন্যপ্রাণে একা ফিরি রাজ্য অযোধ্যায়
গিয়াছিল, অভাগিনী, উনমত্ত-প্রায়।
আজি হতে "সতীঘাট" আমার ইহার নাম।
আমার সীতারে আজি করি বিসর্জ্জন
চির-বনবাসে—এই বাল্মিকী-আশ্রম-পার্শ্বে—
আমি—শূন্যপ্রাণে শূন্য বিশ্বে করিব গমন
একাকী—সহায়হীন—ভিখারীর প্রায়
ভরিয়া ভিক্ষার ঝুলি অশ্রু-যাতনায় !!

হায়, গর্ভবতী—সতী জানকী আমার,
রূপে গুণে সমতুল্য সমান তোমার
অতি অল্প দেখিয়াছি—আমার জীবনে।
কি যেন কি পুণ্যফলে—কত আরাধনে
পেয়েছিনু তোমা হেন রমণী-রতন।
আজি গাঙ্গোত্রীর জলে সর্ব্ব বিসর্জ্জন
করিয়া চলিনু আমি পথের ভিখারী,
তব পরিত্যক্ত পথপ্রান্ত অনুসারী।

আজি— পড়ে মনে জীবনের দীর্ঘ-পূর্ব্ব-সুখ-স্মৃতি।
পড়ে মনে অতীতের ম্লান অত্যাচার।
পড়ে মনে তব সনে বসি, এক মন-প্রাণে
কত দীর্ঘ করিয়াছি আশার সঞ্চার !!

আজি পূর্ণ সর্ব্ব আশা সকল কল্পনা, প্রাণ,
চিরক্লান্ত তোমার আমার ;

উদাস পরাণে ঊর্দ্ধে চাহিয়া কল্পিতে আশা
বাকী কিছু রহিল না আর !!

* * * *

সুখে থাক—সুখে থাক—সুখে থাক তুমি, মোর
জীবনের ধন।
আসিব—আসিব আমি, লইও আমারে বুকে
করিয়া যতন।

ভু'লে যাও. ভু'লে যাও যত অপরাধ আমি
না বুঝিয়া করিয়াছি, হায় !
ক্ষমা কর—ক্ষমা কর সর্ব্ব অপরাধ মোর,
আজি মোরে দেওগো বিদায় !!

আজি হতে তুমি মোর পত্নী নহ. অয়ি দেবী,
আজ—তুমি দেবতা আমার।
তোমার সাধন-ধর্ম্মে—সর্ব্ব অন্য ধর্ম্ম আমি
আজি হতে করিব সংহার।

নন্দিনী-সম্পাদক—

শ্রীআশুতোষ দাশ গুপ্ত মহলানবীশ প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থ :—

১। পূজা—(দুর্গাপূজা সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক তথ্যপূর্ণ উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র গ্রন্থ) মূল্য ৵০ আনা।

২। টীয়ানাকী—(উপকথা) যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। প্রাচীন উপকথা সুমার্জ্জিত ভাষায় চিত্তাকর্ষব নবভাবে সজ্জিত। অনতীতষোড়শ বর্ষ একটি বালক কিরূপ অদ্ভুত কৌশলে রাক্ষসীর হস্ত হইতে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা পড়িয়া স্তম্ভিত হইবেন। মূল্য ।৷০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) নন্দিনী কার্য্যালয়, শিবপুর (হাওড়া)।

(২) কর্ম্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।